চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ৭ অগ্রহায়ণ – ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ঃ ২৩ নভেম্বর – ২৯ নভেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 5, 23 November - 29 November, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্যতম অতিথি

বাংলাদেশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল ২০২৫-এর কলকাতা বইমেলায়। গিল্ড জানাচ্ছে নীরব বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন। বাংলাদেশ প্রকাশক সমিতি বলছে গিল্ডের আমন্ত্রণ আসেনি।

রবিবার : মণিপুরে ফের শুরু হয়েছে নৃশংস হত্যালীলা। জিরিবাম

থেকে অপহৃত এক পরিবারের ৩ বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধা সহ ৬ জনকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী। টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিও।

সোমবার : যে বীরভূম শাসক দলের গড় বলে পরিচিত সেই

জেলার রামপুরহাট-১ নম্বর ব্লকের গোটা তিলপাড়া গ্রামটাই বাদ আবাস যোজনা তালিকা থেকে। অপরাধ ওই গ্রামে জিওট্যাগিং করা যায়না, কারণ ইন্টারনেট নেই। এবারেও প্রশাসন বলেছে অপেক্ষা করতে।

মঙ্গলবার : আরজি কর ধর্ষণ খুন মামলা এত সহজে মিটবে না তা বোঝা

গেল এবারের শুনানিতে। সিবিআই জানলো আরজি কর হাসপাতাল ও টালা থানার সিসিটিভির ৫টা ভিডিআর ও ৫টা হার্ড ডিস্ক পরীক্ষা করতে ফের যাচ্ছে ফরেন্সিকে।

বুধবার : পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে মন্দারমণিতে পূর্ব

মেদিনীপুরের জেলাশাসক বেআইনি ভাবে গজিয়ে ওঠা হোটেলগুলিকে ভাঙার নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হল না মুখ্যমন্ত্রী বুলডোজার চালাতে রাজি না হওয়ায়।

বৃহস্পতিবার : কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলি যেন

অপরাধের লীলাক্ষেত্র। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এবার সামনে এল ক্যাথিটার সরবরাহ কেলেঙ্কারি। নামী কোম্পানির সামগ্রীর দাম নিয়ে দেওয়া হয়েছে নিম্নমানের ক্যাথিটার।

শুক্রবার : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুষ দিয়ে সৌর বিদ্যুৎ

জোগানোর বরাত পেয়ে আমেরিকার লগ্নিকারীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করার অভিযোগে গৌতম আদানি ও তাঁর ভাইপো সাগর আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আমেরিকার কোর্ট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই চলছে সরকার অনুমোদিত নেতরা গ্রামীণ পাঠাগার

কুনাল মালিক ও অরিজিৎ মণ্ডল

ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লক

লাইব্রেরী নাকি ভুতুড়ে বাড়ি আপাত দৃষ্টিতে দেখে বোঝার উপায় নেই। এই বাড়ির ভেতরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে হাজার হাজার বই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের নেতরা বোসপাড়ায় নেতরা গ্রামীণ পাঠাগার। কোথাও খসে পড়ছে চাঙর, কোথাও বা ঘুন ধরেছে বইতে। ভাঙা দরজা জানলা সমস্ত কিছুই। বিদ্যুৎহীন সুইচ বোর্ড ঝুলছে। দাঁড়িয়ে আছে ভাঙাচোরা আলমারি। আর তার মধ্যেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বর্তমানে লাইব্রেরী চালাচ্ছেন এক মহিলা রূপমঞ্জরী দাস।

নেতরা গ্রামীণ পাঠাগারের বর্তমান অবস্থা। নিজস্ব চিত্র

১৯৪২ সালে পাঠকদের কথা মাথায় রেখে প্রথম শুরু করা হয়েছিল এই পাঠাগার। তখন নদীর ধারেই একটি ঘরেই শুরু হয়েছিল এই পাঠাগার। পরবর্তী সময়ে সরকার পাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে এই পাঠাগারকে স্থানান্তরিত করা হয়। দুরদূরান্তের বহু মানুষই বইয়ের সন্ধানে আসতো এই পাঠাগারে এবং তারপর পাঠকদের আগ্রহের কথা মাথায় রেখে উদ্যোক্তারা চাঁদা তুলে নেতরা বোসপাড়া এলাকায় এই গ্রামীণ পাঠাগারে সূচনা করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ সালে সরকারি স্বীকৃতি পায় এই পাঠাগার। তখন প্রচুর মানুষ আসতো এই পাঠাগারে বই পড়তে। তবে পরবর্তী সময়ে পরিচর্যার অভাবে ও লাইব্রেরিয়ানের অভাবে ৫ থেকে ৬ বছর বন্ধ হয়ে যায় এই পাঠাগার। এবং আস্তে আস্তে নষ্ট হতে থাকে পাঠাগারে থাকা বই থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই। বর্তমানে অত্যন্ত ভয়ংকর পরিস্থিতি কোনও জায়গায় ইট বালির গাঁথুনি খসে পড়েছে আবার কোনও জায়গায় ভেঙে গেছে দরজা জানলা। বেশিরভাগ বই সংরক্ষণের অভাবে ঘুন ধরেছে। তবে বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে একজন লাইব্রেরিয়ানকে দেওয়া হলেও অত্যন্ত প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই সেই লাইব্রেরিয়ান এখন লাইব্রেরী চালাচ্ছে বলে দাবি। ওই লাইব্রেরিয়ান রূপমঞ্জুরী দাস জানান, 'কিছুদিন হল তিনি এই লাইব্রেরীর দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু লাইব্রেরীর পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে প্রথমে ঢুকতেই ভয় পেতেন। তিনি পাশে প্রাইমারি স্কুলেই বসে থাকতেন।

পাঠাগারের প্রকৃত অবস্থা দেখতে স্ক্যান করুন।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন উত্তর দেবে কে

ওঙ্কার মিত্র

৭০-এর দশকের বাংলায় একটি জনপ্রিয় স্লোগান হল 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো।' ১৯৬৬ সালে ডাক দেওয়া খাদ্য আন্দোলনে কংগ্রেস সরকারের পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই স্লোগান তুলেছিল সিপিএম। আসলে এটি দিয়ে তারা বোঝাতে চেয়েছিল শাসক-পুলিশ চিরন্তন সম্পর্কটা। অর্থাৎ পুলিশ শাসকের হয়ে যতই কাজ করুক না কেন সে চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাবে।

ঠিক এর ১১ বছর পর ১৯৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় এসে বুঝেছিল শাসক-পুলিশ মাখো মাখো সম্পর্কের কেমিস্ট্রিটা। মরিচঝাঁপির হত্যাকান্ড, আনন্দমার্গী হত্যা, ধানতলা, বানতলা, ২১ জুলাই গুলি চালনা, ডাক্তারদের আন্দোলন ও একের পর নির্বাচনে এই সম্পর্ক একেবারে রোমান্সসে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রিয় পুলিশ দিয়ে কত না ঘটনা সামলেছেন, কত না নির্বাচন জিতেছেন জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবুরা। আবার বিদায় বেলায় সেই পুলিশই বুমেরাং ফিরে এল সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে।

কালচক্রের নিয়ম মেনে বাম আমলে পুলিশ যার চরম শত্রু ছিল এখন বাংলার মসনদে সেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন পুলিশ তাঁর। একের পর এক রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয় সামলাচ্ছেন প্রিয় পুলিশ দিয়ে। বিরোধীদের অপপ্রচার উপেক্ষা করে নেপোলিয়নের মত জয় করে চলেছেন কঠিন কঠিন নির্বাচনযুদ্ধ। বিরোধীরা বদনাম করলে তিনি পুলিশের পাশে দাঁড়াতে কসুর করেন না। পুলিশ কর্তাকে গ্রেপ্তার করতে আসলে নিজে পথে নেমে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। কয়েকদিন আগেও তিনি ভুয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর পুলিশ বাহিনীর। পুরস্কারে ভুষিত করেছেন আধিকারিক থেকে কর্মীদের। বৃহস্পতিবার নবান্নে যখন সেই পুলিশেরই নিচুতলাকে অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করলেন তখন সেই পুরানো স্লোগান কিছুটা পাল্টে বলতে ইচ্ছা করে, 'পুলিশ তুমি যতই করো, বদনাম তোমার দীর্ঘতর।'

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাঙনে গোটা মৌজার অস্তিত্ব সঙ্কটে, আতঙ্ক

রবীন দাস, নামখানা : নারায়ণগঞ্জ মৌজার অস্তিত্ব এখন সঙ্কটের মুখে। হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী গিলে খেয়েছে এই মৌজার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বাকি যেটুকু জমি রয়েছে তা বাঁচিয়ে রাখতেই প্রতিনিয়ত চলছে লড়াই। গত পূর্ণিমার কোটালেও বাঁধের বিস্তীর্ণ এলাকা নদী গর্ভে চলে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক মাসের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের তিনটি জায়গায় নদী বাঁধে ধস নেমেছে। ২৫ জন গ্রামবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবারই বেশ কিছুটা করে কৃষি জমি নদী গর্ভে চলে গিয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা নিরঞ্জন ধাড়া বলেন, বাবার আমলে নিজেদের জমি অনেকটাই নদী গর্ভে চলে গিয়েছে। আমার আমলে প্রায় কুড়ি বিঘা জমি নদী গর্ভে চলে যেতে দেখেছি। এই বছর নদী বাঁধের পাশে তিন বিঘা জমিতে দুধেশ্বর ধানের চাষ করেছিলাম। গত পূর্ণিমার কোটালে ধানের খেত সমেত প্রায় ১৫ কাঠা

এরপর পাঁচের পাতায়

বারাসাত হাসপাতালের ভ্যাটে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

কল্যাণ রায়চৌধুরি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভ্যাট বা আর্বজনার স্তুপের মধ্যে পড়ে থাকা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপতাল চত্বরে। মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্যে আসা রুগী ও পরিবার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হন। বিষয়টি জানাজানি হতেই হাসপাতালের সাফাইকর্মীরা সেই মৃতদেহ প্যাকেটবন্দি করে নিয়ে যান।

বারাসত মেডিকেল কলেজ কতৃপক্ষের দাবি, অ্যানাটমি বিভাগের প্র্যাকটিকাল ক্লাসের জন্য দেহটি আনা হয়েছিল। তবে এভাবে দেহটি পড়ে থাকার কথা নয়। কোথাও কোনও সমস্যা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের মর্গের পাশেই রয়েছে আর্বজনা ফেলার একটি অস্থায়ী জায়গা। সেটির চারদিক ঘেরা। তার ভিতর থেকেই পচা গন্ধ আসছিল। সাফাই কর্মীরা গিয়ে দেখেন, সেখানে নীল, হলুদ, কালো রঙের প্লাস্টিকের একাধিক পুঁটলি রয়েছে। ওই পুঁটলির স্তুপ সরাতেই মেলে মানব দেহের মাথা, হাত, পা, চোখ সহ বিভিন্ন খণ্ডিত অংশ। এভাবে আর্বজনা স্তুপে মৃতদেহ এল কীভাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। হাসপাতালের সাফাইকর্মী নিতাই মণ্ডল বলেন, 'প্রতিদিনই হাসপাতালের আর্বজনা ও বর্জ্য এই ডাস্টবিনে ফেলতে আসি। এদিন দেখলাম একজন মানুষের খণ্ড বিখণ্ড দেহ পড়ে রয়েছে।' এপ্রসঙ্গে হাসপাতালের সাফাই বিভাগের সুপারভাইজার রণজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এটা কোনও বেওয়ারিশ দেহ নয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য দেহটিকে আনা হয়েছিল। পরে আমরা দেহটি সরিয়ে দিয়েছি।' এদিন বারাসত হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা কৃষ্ণচন্দ্র পাল বলেন, 'অনেকবার এই হাসপাতালে এসেছি। কিন্তু কখনও এভাবে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখিনি। হতে পারে পড়ুয়াদের কাটা ছেঁড়ার জন্য দেহটি আনা হয়েছিল। তবে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা উচিত। না হলে এই পচন ধরা দেহ থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।'

এপ্রসঙ্গে মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডা. অভিজিৎ সাহা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মৃতদেহ নিয়ে কিছুটা হলেও আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। অ্যানাটমি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্র্যাকটিকাল ক্লাসের জন্য মানবদেহ প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। কিন্তু দেহটি বাইরের ডাস্টবিনের গেল কীভাবে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে এজেন্সী হাসপাতালের আর্বজনা নিয়ে যায়, তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এখনও সংস্কার হয়নি আমতলা-চড়িয়াল রাস্তা, হতাশ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহকুমার বিষ্ণুপুর থানার আমতলা থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার এখনও হল না। পুজোর অনেক আগে থেকেই এই রাস্তার অবস্থা খারাপ ছিল। পুজোর সময় কোন রকমে প্যাচওয়ার্ক করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই প্যাচওয়ার্ক উঠে গিয়ে রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। আমতলার নিবারণ দত্ত রোড এবং বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। বাস লরি অটো টোটো সহ প্রচুর যানবাহন এই পথে চলাচল করে। নিত্যযাত্রীদের প্রতিদিনই এই বেহাল রাস্তায় জেরবার হতে হচ্ছে। বিশেষ করে আমতলা নিবারণ দত্ত রোডের কাছে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা এইখানে ঘটেছে। রাস্তার দুদিকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে যায়। ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা এই রাস্তা সংস্কারের জন্য পথ অবরোধও করেছে পূর্বে। পুজোর আগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর একটি ছবি দিয়ে রাস্তা প্রশস্তিকরণ ও সংস্কারের একটি বড় ব্যানার টাঙ্গানো হয়েছিল সিঙ্গির মোড়ে। বরাদ্দ করা হয়েছিল প্রায় ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। পুজো কেটে যাবার পরও এখনও রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় মানুষ হতাশ। ওই বরাদ্দকৃত টাকায় আমতলা নিবারণ দত্ত রোডে ৬ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার হওয়ার কথা। এমনিতেই নিবারণ দত্ত রোড অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে জলের পাইপ লাইন যাওয়ার জন্য। এলাকার মানুষদের দাবি অবিলম্বে এই রাস্তার সংস্কার করা হোক।

এরপর পাঁচের পাতায়

জঙ্গলে বসতে চলছে বাঘ সুমারির ক্যামেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : বাঘের সংখ্যা জানার জন্য আবার সুন্দরবনের জঙ্গলে বসতে চলেছে ক্যামেরা। প্রতিবারের মত এবারেও বাঘের সঠিক সংখ্যা পেতে সুন্দরবনে ৪৫ দিন ধরে বসানো থাকবে ক্যামেরা। ১ডিসেম্বর থেকে প্রতি শুক্রবার করে এবার পর্যটকদের জন্য জঙ্গল বন্ধ থাকবে। সুন্দরবনে ঠিক কত বাঘ রয়েছে তাঁর নিখুঁত সংখ্যা পেতে এবার ৩০-এর বদলে ৪৫ দিন ধরে চলবে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের

কাজ। দক্ষিণ রায়ের ছবি তুলতে বসানো হবে ১৪৪৪ টি ক্যামেরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুবরাজপুরে আক্রান্ত নার্স, তৃণমূল কাউন্সিলরের গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুবরাজপুর : আরজিকর ঘটনার পর রাজ্য জুড়ে একের পর এক মহিলাদের শ্লীলতাহানি,ধর্ষণ ও খুনের মত ঘটনা অব্যাহত । সোমবার ভোরে দুবরাজপুর গ্রামীন হাসপাতালের একজন কর্তব্যরত নার্সের উপর হামলা ও তার শ্লীলতাহানি এবং ডিউটিরত একজন পুলিশকে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে দুবরাজপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শেখ নাজিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে। এলাকায় পরিচিত অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বলে। প্রতিবাদে সিপিএম দুবরাজপুর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে একটি ধিক্কার মিছিল ও পথসভা হয় দুবরাজপুর থানার সামনে। দুবরাজপুর এলাকার শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ মিছিলে যোগ দেন। মিছিল সারা দুবরাজপুর শহর পরিক্রমা করে থানার সামনে বিক্ষোভে দেখান ফেটে পড়ে। সেখানে শীতল বাউরি বলেন, দুবরাজপুরে একমাসের মধ্যে তিনটি শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা ঘটলো।

সোমবার ভোরে দুবরাজপুর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দুবরাজপুর পৌরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর শেখ নাজিরউদ্দিন একজন কর্তব্যরত নার্সকে মারধর ও তার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। পুলিশ বাধা দিতে গেলে সেই পুলিশকেও মারধর করে ওই তৃণমূল নেতা। আক্রান্ত নার্স ও পুলিশ দুজনেই থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও এখনও পর্যন্ত সেই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। কেবল জামিনযোগ্য ধারায় একটা মামলা রুজু করেছে দুবরাজপুর থানা। ফলে হাসপাতালের নার্স থেকে ডাক্তার সবাই এখন নিরাপত্তহীনতায় ভুগেছে।

আক্রান্ত নার্স বলেন, রবিবার নাইট ডিউটি ছিল, সোমবার ভোর সাড়ে ৩ টায় এক রোগী আসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাটানগরের শতাব্দী প্রাচীন শিবমন্দিরে জমি হাঙ্গরদের দৃষ্টি : অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে হুগলি নদী তীরবর্তী একটি শতাব্দী প্রাচীন শিব মন্দির আছে। শিবরাত্রির সময় হাজার হাজার মানুষ এক সময় নদীতে স্নান করে এই মন্দিরে পুজো দিত। ২০০৬ সালে বাটা কর্তৃপক্ষ যখন রিভার সাইড প্রকল্পে জমি বিক্রয় করে দেয়, তারপর থেকে আর সেভাবে মন্দিরটির সংস্কার হচ্ছে না। এমনই অভিযোগ করলেন মহেশতলা বিধানসভার বিজেপির কনভেনার অসিত বাগ এবং সাধারণ সম্পাদক পিন্টু ভট্ট। অসিত বাগ বলেন, 'বহু প্রাচীনকাল থেকে এই শিব মন্দিরে পুজো হয়। আগে বাটা কর্তৃপক্ষ সমস্ত

বাটানগরের জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন শিব মন্দির। ছবি : অরুণ লোধ

কিছু ব্যয়ভার বহন করতো। এমনকি মন্দিরের পিছনে পুরোহিতের থাকার জন্য ঘরও ছিল। বর্তমানে মন্দিরটি ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের সামনে একটা সাজানো বাগান ছিল তারও জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরটি বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। আগে প্রতিবছর শিবরাত্রির আগে মন্দিরটি রং করা হত। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে মন্দিরে যাবার রাস্তা এবং মন্দিরের সমস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। ফলে সন্ধ্যার পর একটা ভুতুড়ে মন্দিরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে এই প্রাচীন শিব মন্দির। ২০০৬ সালে বাটা কর্তৃপক্ষ যখন রিভার সাইড প্রজেক্টকে জমি বিক্রি করে সেই ২৬২ একর জমির থেকে মন্দিরের জায়গা বাদ ছিল। বর্তমানে এই মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন জায়গার উপর তৃণমূলী জমি হাঙ্গরদের দৃষ্টি পড়েছে বলেই মনে হয়। কোন কিছু একটা চক্রান্ত হচ্ছে এই প্রাচীন শিব মন্দিরকে ঘিরে। আমরা চাই অবিলম্বে এই মন্দিরে সংস্কার করা হোক এবং বিদ্যুৎ সংযোগ করে দেওয়া হোক। খুব শীঘ্রই আমরা রিভারসাইড এবং মহেশতলা পৌরসভায় এ ব্যাপারে ডেপুটেশন দেব।' ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক পিন্টু ভট্ট বলেন, 'আমরা চাই পূর্বের অবস্থায় প্রাচীন শিব মন্দির কে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এবং একটি ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি করে মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক। এই প্রসঙ্গে মহেশতলার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা কৃষ্ণা ঘোষ বলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করছে বিজেপির লোকজন। রিভার সাইড যেহেতু বিদ্যুতের বিল মেটাতে পারেনি তাই হয়তো সিইএসসি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই মন্দিরের রং শুরু করেছি। কিছুদিনের মধ্যেই মন্দিরে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হবে।' এই প্রসঙ্গে মহেশতলার বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাস বলেন, 'যারা অভিযোগ করছে প্রশাসনিকভাবে আমাকে তারা জানান। বিষয়টি আমার জানা নেই খতিয়ে অবশ্যই দেখব।'

বিনা খরচে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে নেভিতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: ভারতীয় নৌবাহিনী ১০+২ ক্যাডেট (বি.টেক.) এন্ট্রি স্কিমে পার্মানেন্ট কমিশনে অফিসার পদে ৩৬ জন অবিবাহিত ছেলে নিচ্ছে। নেওয়া হবে এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চ চমাধ্যমিক পাশরা ওই তিন বিষয়ে মোট অন্তত ৭০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক বা, উচ্চ চমাধ্যমিকে ইংরিজি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর থাকতে হবে। ২০২৪ সালের জে.ই.ই. (মেন)-এর র‍্যাঙ্ক প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৭ থেকে সাড়ে ১৯ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-১-২০০৬ থেকে ১-৭-২০০৮"এর মধ্যে। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি আর উচচতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় প্রতি চোখে ৬/৬, ৬/৯, যা চশমা পরে ৬/৬, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। শুরুতে ১৬ সপ্তাহের ন্যাভাল ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং হবে আগামী বছর জানুয়ারিতে, কেরলের ইঝিমালার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে। তখন ওইসব প্রার্থীদের ক্যাট পরীক্ষা হবে। সফল হলে ন্যাভাল আর্কিটেকচারের বি.টেক. পড়ার জন্য কোচি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে পাঠানো হবে। এরপর বিশাখাপত্তনমে ৬ মাসের ওয়্যারশিপ ডিজাইনের কোর্স করার সুযোগ পাবেন। সফল হলে আই.আই.টি. দিল্লিতে ন্যাভাল আর্কিটেকচারের দেড় বছরের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়তে পারবেন। অন্যান্যদের বেলায় ৪ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পড়ানো হবে লোনাভালার আই.এন.এস. শিবাজীর ন্যাভাল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। সব ক্ষেত্রে কোর্স পড়ার সময় ইঞ্জিনিয়ারিং বা, ইলেক্ট্রিক্যাল ব্রাঞ্চে চাকরি হবে। সফল হলে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.টেক. ডিগ্রি পাবেন। প্রথমে সাব-লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। মূল মাইনে: ৫৬,১০০-১,১০,৭০০ টাকা। ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে ভাইস অ্যাডমিরাল হওয়ার সুযোগ আছে। শূন্যপদ এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে ৩৬টি। এর মধ্যে মহিলা ৭টি। প্রার্থী বাছাই হবে জে.ই.ই (মেন) পরীক্ষায় পাওয়া অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক দেখে। এরপর ইন্টারভিউ হবে মার্চে, বেঙ্গালউরু, ভোপাল, কলকাতা ও বিশাখাপত্তনমে। ইন্টারভিউ নেবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। মোট ৫ দিনের ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পার্সেপশন ও গ্রুপ ডিসকাশন। সফল হলে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক ও ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন সফল না হলে বাড়ি ফেরার ট্রেন ভাড়া দেওয়া হবে। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা। ট্রেনিং শুরু জুলাইয়ে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৬ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.joinindiannavy.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো জে.পি.ই.জি. বা, জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Officer Entry-তে ক্লিক করলে Apply Online-এ গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ও রোল নম্বর স্ক্রিনে পাবেন। এবার ওই সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ২ কপি প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বীরভূম জেলায় ৪০ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : বীরভূম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের অফিসে কাজের জন্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৪০ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের (মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও ইন্টারনেট-সহ) সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১১-২০২৪এর হিসাবে ২১ থেকে ৪১ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১১,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪০টি। চাকরি হবে ৩ বছরের চুক্তিতে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : Memo no. 5139/ Estt./ DL&LRO (B), Dated: 11th November, 2024. দরখাস্ত দেখে বাছাই করে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে অ্যারিথমেটিক-১০ নম্বর, জেনারেল নলেজ -১০ নম্বর, কম্পিউটার নলেজ -১০ নম্বর।

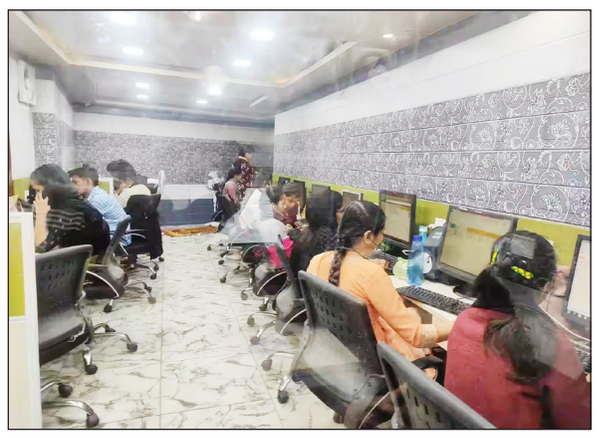

তারপর ১০ নম্বরের প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। এরপর হবে ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://birbhum.gov.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র, কম্পিউটার সার্টিফিকেট, অ্যাড্রেস প্রুফ স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৩০০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, হায়দরাবাদ: কেন্দ্রীয় সরকারের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের অধীন নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্স"এর হায়দরাবাদ শাখা ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৩০০ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার, টার্নার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) বা, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট অপারেটর, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট), মোটর মেকানিক (ভেহিক্যাল), ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিজেল মেকানিক, কার্পেন্টার, প্লাম্বার, ওয়েল্ডার, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। স্টাইপেন্ড: কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিজেল মেকানিক, কার্পেন্টার, প্লাম্বার, ওয়েল্ডার, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ট্রেডে মাসে ৭,৭০০ টাকা ও ফিটার, টার্নার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) বা, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট অপারেটর, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মোটর মেকানিক, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল) ট্রেডে মাসে ৮,০৫০ টাকা। শূন্যপদ: ফিটার-৯৫, টার্নার-২২, ইলেক্ট্রিশিয়ান-৩০, মেশিনিস্ট-১৭, অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) বা, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট অপারেটর-৭, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক-১১, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক-১৮, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট- ১০, মোটর মেকানিক-৩, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল)-২, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট-৪৭, ডিজেল মেকানিক-৪, কার্পেন্টার-৪, প্লাম্বার-৪, ওয়েল্ডার-২৪, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)-২টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NFC/R-III/1/03/2024, November 15, 2024. শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে বাছাই প্রার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি হবে। ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রার্থীদের প্রথমে NAPS (Establishment Code: E11153600013) পোর্টালে গিয়ে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ২৫ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.apprenticeshipindia.gov.in নাম নথিভুক্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা রেলটেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে ৪০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা রেলটেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস / ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ৪০ জন লোক নিচ্ছে। মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ৬- ১১-২০২৪এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং হবে কলকাতা- -সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। স্টাইপেন্ড গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেডে মাসে ১৪,০০০ টাকা ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেডে মাসে ১২,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪০টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: C.No. 9567, Date: 06.11.2024. ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে NATS পোর্টালে গিয়ে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম এনরোলমেন্ট করতে হবে, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://nats.education.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই- মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে ৫০ অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, লখনৌ : স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার গ্রেড-এ (জেনারেল স্ট্রিম) পদে ৫০ জন লোক নিচ্ছে। কমার্স, ইকনমিক্স, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি, কোম্পানি সেক্রেটারি, চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট্যান্সি ও পিএইচ.ডি করে থাকলেও যোগ্য। এম.বি.এ., পি.জি.ডি.এম. কোর্স পাশরাও যোগ্য। কোনো ব্যাঙ্ক বা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৮-১১-২০২৪র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী ৫, ও.বি.সি. রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ৪৪,৫০০-৮৯,১৫০ টাকা। শূন্যপদ: ৫০টি (জেনাঃ ২৩. ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪, ই. ডব্লু. এস. ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ২২ ডিসেম্বর, কলকাতায়। অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, রিজনিং অ্যাপ্টিটিউড-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, কম্পিউটার নলেজ - ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস - ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, এম.এস.এম.ই. সংক্রান্ত- ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর ৫০ নম্বরের। সময় ১২০ মিনিট। সফল হলে দ্বিতীয় ফেজের পরীক্ষা। এই পরীক্ষা হবে ১৯ জানুয়ারি। এই পার্টে ২০০ নম্বরের ২টি পেপার থাকবে। তারপর ১০০ নম্বরের ইন্টারভিউ হবে ফেব্রুয়ারিতে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 07/ Grade A & B/2024-25.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.sidbi.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করবেন। নিচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতের লেখায় লিখে স্ক্যান করে নেবেন: I-- (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Careersএ ক্লিক করলে Recruitment of Officers in Grade-A-General Stream-এ মূল বিজ্ঞপ্তি পাবেন। তখন সব তথ্য আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাশওয়ার্ড পাবেন। আবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Online Payment মোডে গিয়ে পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) টাকা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড / ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে পারবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নাম পরিবর্তন

আমি ভগীরথ প্রামানিক পিতা মনোরঞ্জন প্রামানিক দক্ষিণ ২৪ পরগনার খাস রামকর চর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী অধিবাসী বর্তমানে আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১১/০৭/২০২৪ তারিখের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার ছেলের প্রকৃত নাম সুজয় প্রামানিক। তার জন্ম সার্টিফিকেটে বিজয় প্রামানিক নাম হয়ে গেছে। সুজয় প্রামানিক ও বিজয় প্রামানিক এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

ভগীরথ প্রামানিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ নভেম্বর – ২৯ নভেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : সপরিবারে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের কারণে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দুরে বদলির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে বিলম্ব। ব্যবসায় সাফল্য। বিবাহের কথাবার্তা হতে পারে। ভ্রমণে সাফল্য। কর্মোন্নতিতে সাফল্যে বিলম্ব।

প্রতিকার : রবিবার সূর্য মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃষ রাশি: কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগিতায় প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুণ আর্থিক উন্নতিতে বিলম্ব। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে সাংসারিক সমস্যার সমাধান। অর্জিত অর্থ সঞ্চয়ে বাধা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম পাঠ।

মিথুন রাশি: ঋণ পরিশোধের সুযোগ আসতে পারে। পদোন্নতিতে বাধা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক বিবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১ বার ওঁ যেতবে নমঃ জপ করুন।

কর্কট রাশি: সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আনন্দ। পারিবারিক আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সামাজিক কাজকর্মে সাফল্য। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। দাম্পত্য মনমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণে বিপত্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশানুরুপ সাফল্য নাও হতে পারে।

প্রতিকার : সোমবার বৃদ্ধদের দই-ভাত দিন।

সিংহ রাশি: উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের কর্মন্নোতিতে বাধা। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্যে বিলম্ব। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতার দরুণ সাফল্যে বাধা। জমি ক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদেয় স্তোত্রম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি: অন্যমনস্কতার দরুণ কাজকর্মে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সামজিক বা রাজনৈতিক কাজে সাফল্যে প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে সাফল্য। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে পরতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। মামলার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গঁলবার কেতুর যজ্ঞ করুন।

তুলা রাশি: আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মোন্নতির সম্ভবনা। ব্যবসায় সাফল্য। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যহানীর সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু কতৃক বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২৪ বার ওঁ শ্রী লক্ষীভয় নমঃ জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি: কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দক্ষতা স্বত্ত্বেও মান-সম্মান হানীর সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। বিবাহে বাধা। শত্রুর সঙ্গে সন্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি। আইনজীবিদের সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে আইনি জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তান মানসিক চিন্তার কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ সৌন্দর্য লাহিড়ীর পাঠ করুন।

ধনু রাশি: ব্যবসায় প্রতিকূল পরিস্থতির সম্মুখীন হতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই-বোনের আচরণে মানসিক অশান্তি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের অবনতি। সন্তানের পরীক্ষার আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গুরবে নমঃ জপ করুন।

মকর রাশি: স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। ভাই-বোনের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণ চিন্তার কারন হতে পারে। পারিবারিক ব্যবসা সাফল্য। কর্ম পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মান-সম্মান হানির সম্ভাবনা। পারিবারিক পীড়া বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের অন্নদান করুন।

কুম্ভরাশি: স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি। অসংলগ্ন কথাবার্তার দরুণ অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মোন্নতির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভ হতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই উচিত।

প্রতিকার : শনিবার ভিক্ষুখদের অন্নদান করুন।

মীনরাশি: অন্যমনস্কতার দরুণ কাজকর্মে বিপদ হতে পারে। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। বিবাহের কথাবার্তা হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের বিরাগ ভাজনে হওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ রাহবে নমঃ জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩২০

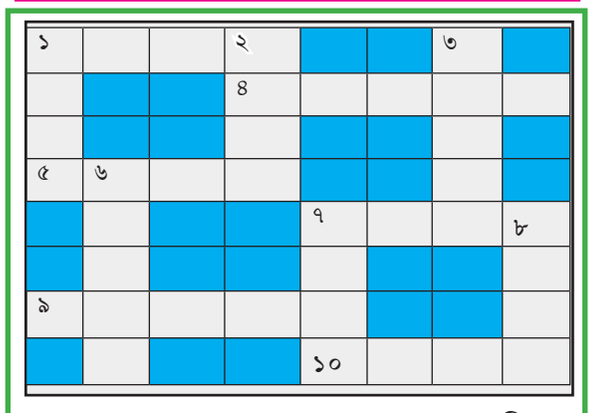

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নিন্দা, কুৎসা ৪। রবিবার ৬। সৈন্য, ফৌজ ৭। নিত্যসহচর ৯। যে করাত একজন হাত দিয়ে চালাতে পারে ১০। প্রণাম।

উপর-নীচ

১। নির্মল। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বৈঠকখানা ৩। সংগতিহীন, অসংগত ৬। শহরের উপকণ্ঠ ৭। তাসের এক রং ৮। দীন সেবক।

সমাধান : ৩১৯

পাশাপাশি : ১। আকাশ ৩। দায়ের ৫। মতলব ৬। কাশ ৭। নবরত্ন ৯। অপরাধ ১২। হার ১৩। গতক্রম ১৪। সরোজ ১৫। লহর।

উপরনীচ : ১। আহ্বান ২। শমশের ৪। দাব ৪। রমেশ ৬। কামরা ৮। বছর ১০। পরিমল ১১। ধনাগার ১২। হাউস ১৩। গজ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

গরম্পরা

আদিবাসীরা তাদের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি,সুন্দরবন : এবছর বীরসা মুন্ডার জন্মদিনে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার সংকল্প করলেন সুন্দরবনের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন।তাই তো মহা সমারোহে এবছর বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করছে সুন্দরবনের আদিবাসী সম্প্রদায়। সুন্দরবন এলাকায় আদিবাসীদের আবির্ভাব ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে। তখন জঙ্গল হাসিল করার কাজ শুরু হলে অসংখ্য ভারতীয় অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এখানে আসে। এইসব আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, মুন্ডা, খাসিয়া, ওরাং, হো, সাবিও, ভূমিজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজন।পরবর্তীকালে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে থাকে তারা। ফলে এক প্রকার সংকট নেমে আসে পুরো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। শুরু হয় ভাষাগত পরিবর্তনও। বিভিন্ন কারণে সংস্কৃতিতেও প্রভাব পড়তে শুরু করে। সুন্দরবনে সাদরি ও মুন্ডারি ভাষার প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়।তবে বর্তমান সময়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যুবকরা তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইউটিউব দেখে নিজেদের ভাষার গান নিজেরাই গাইছে তারা।সেই সঙ্গে নতুন গানও তৈরি করা হচ্ছে। নাচ গানও শিখছে তারা ওইভাবেই। এই নতুন প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করছে সুন্দরবনের নব্য আদিবাসী সমাজ।ফলে যে ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছিল তা ক্রমে ফিরে আসছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

দত্তপুকুরে মাটি বিক্রি ঘিরে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তৈরি হচ্ছে একটি বৃদ্ধাশ্রম। জমি কিনে এই বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করতে খরচ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। সেই জমির মাটি কেটে ভবন নির্মাণ হচ্ছে। মাটি কেটে ফেলে রাখা হয়েছিল তারে পাশেই। রাতের অন্ধকারে টাকার বিনিময়ে ওই মাটি ভ্যানে করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগ পাওয়ার কয়েকদিন পর এলাকায় যান প্রধান অমল দাস সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। অমল দাস বলেন, 'বিষয়টি শোনার পর ঘটনাস্থলে যাই। জানতে পারি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নুরুল হক টাকার বিনিময়ে মাটি বিক্রি করছেন। তারপর আমরা মাটি বিক্রি বন্ধ করে দিই। পুলিশ ও দলের উচ্চ নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। মিটিং করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েতের উপপুরপ্রধান নুরুল হক। তিনি বলেন, 'প্রধান নিজেই আমাকে বলেছিলেন মাটি বিক্রি করতে। সেই টাকা নিজস্ব তহবিলে রাখারও কথা হয়েছিল। আসলে আমি পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বে রয়েছি। তাই আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি। কেউই আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনতে পারেনি। আসলে আমাকে সভাপতি পদ থেকে সরাতে পদের লোভে কেউ কেউ এটা করছেন। বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানাব।' তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বারাসতের বিজেপি নেতৃত্ব তাপস মিত্র বলেন, 'প্রধান যদি নিজেকে এতটা সৎ মনে করেন, তাহলে উপপ্রধানের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করুন। তাহলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। আসলে কাটমানি নিয়েই সমস্যা।'

দুর্ঘটনা

নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, ধৃত বাবা

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : এক নাবালকের অস্বাভাবিকমৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামে। মৃত নাবালকের নাম আজিজ লস্কর(১২)। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঠিক কি কারণে ওই নাবালকের মৃত্যু হল সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পেতে মৃত নাবালকের বাবা করিম আলি লস্করকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রের খবর করিম আলির দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। পরবর্তীতে ইসমাতারা নামে এক মহিলাকে বিয়ে করে। দম্পতির একমাত্র সন্তান আজিজ লস্কর। অন্যান্য দিনের মতো ইসমাতারা কলকাতায় পরিচারিকার কাজে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিলেন বাবা ও ছেলে।করিম লস্কর রান্না করছিলেন। সেই সময় ঘরের মধ্যে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে। খবর যায় ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে। পুলিশ ওই নাবালক কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের মা জানান, বাড়িতে কোনদিনও অশান্তি হতো না। ছেলেকে সকলেই ভালোবাসতো। কিভাবে যে এমন ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারছেন না।' অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার সহ প্রতিবেশীরা।

পিয়াটি বিট অফিসের গাফিলতিতে

বনদপ্তর থেকে উধাও অসুস্থ পেঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: বন দপ্তরের গাফিলতিতে চিকিৎসাধীন এক বিরল প্রজাতির পেঁচা বনদপ্তরের অফিস থেকে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায়। এই ঘটনাথ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বন্যপ্রেমীরা। গত ২৮ অক্টোবরের রাতে বকুলতলা থানার প্রিয়নাথের মোড় এলাকা থেকে একটি বিরল প্রজাতির অসুস্থ পেঁচাকে স্থানীয় মানুষজন উদ্ধার করে মানবাধিকার কর্মী মিঠুন মণ্ডল ও সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বন দপ্তরে তুলে দেয়। পরদিন ডা: শোভন বিশ্বাস অপারেশনের মাধ্যমে আহত পেঁচাটির ভেঙে যাওয়া ডানার তিন টুকরো হাড় স্টিক দিয়ে বেন্ডেজ করার পর চার রকমের ঔষধ দেন। ২১ দিন পর আবার ঐ পেঁচাটিকে তাঁর কাছে আনতে বলেন। বারুইপুর রেঞ্জের কুলতলি বনদপ্তরের পিয়ালির বিট অফিসে অসুস্থ পেঁচাটিকে তুলে দেওয়া হয়। কথা মতন ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার আবার অসুস্থ পেঁচাটিকে ওই প্রাণী চিকিৎসকের কাছে আনতে গিয়ে দেখা যায় পিয়ালি বিট অফিসে ঐ পেঁচাটি নেই। এ ব্যাপারে বিট অফিসার জাফর মোল্লা মঙ্গলবার বলেন, চিকিৎসা চলাকালীন পেঁচাটি উড়ে গেছে। এতে তাঁর কিছু করার নেই। কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণে থাকার পরে কি করে অসুস্থ পেঁচাটি পালালো তাঁর উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। কিন্তু একটা আনফিট অসুস্থ পেঁচাটিকে এই ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না বলে মনে করেন ঐ অসুস্থ পেঁচাটির চিকিৎসক ডা: শোভন বিশ্বাস।তিনি এও বলেন,ঐ পেঁচাটির ডানার তিনটি হাড় ভেঙে ছিল তাই ২১ দিন পর আনতে বলেছিলাম। যদি হাড় না জোড়া লাগে তাহলে জটিল অপারেশন করার কথা ছিল। কিন্তু আমার এ দিন কাছে আনা হয়নি। আর আমি না দেখে ফিট সার্টিফিকেট দোব কেন? এ ব্যাপারে জেলা বন আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বলেন, অসুস্থ অবস্থায় কোনো ভাবেই কোনো প্রাণীকে ছাড়া যায় না। পুরো সময়ই পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে ঠিক কি হয়েছে বিস্তারিত দেখছি। এবিষয়ে অসুস্থ পেঁচাটির উদ্ধারকারী মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের দ: ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল বলেন, অসুস্থ চিকিৎসাধীন পেঁচাটি কোনভাবেই চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে ছাড়া যায় না। এতে বন দপ্তরের ওই অফিসারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া গেল। এব্যাপারে এপিডিআর এর পক্ষ থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কাছে অভিযোগ ও এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে। আমরা চাই সঠিকভাবে তদন্ত করা হোক। ঐ অসুস্থ পেঁচাটির আরেক উদ্ধারকারী সাংবাদিক তথা সুন্দরবন প্রেস ক্লাবেরসভাপতি উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় বলেন, বন দপ্তরের এরকম গাফিলতির জন্য সাধারণ মানুষের বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণীদের বাঁচানোর ইচ্ছে কমে যাবে। তাই বন দপ্তরের উচিত সঠিকভাবে তদন্ত করে ওই অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। আর এই ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রাণী প্রেমিকরা।

বারাসাতে ভষ্মীভূত দোকান, মানুষের কাঠগড়ায় পুরসভার পরিকল্পনাহীনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে বুধবার সকাল নটা নাগাদ এক বিধ্বংসী আগুনে ভষ্মীভূত হয় হরিতলা ১২ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন আটটি কাপড়ের দোকান। প্রাথমিক তদন্তে বৈদ্যুতিক কারণে আগুন লাগে বলে দমকল কর্মীরা জানান। প্রায় তিন দশক ধরে ব্যস্ততম বারাসাত রেল স্টেশন সংলগ্ন ১২ নম্বর রেলগেটের দু ধারে রেলের জমিতে অসংখ্য অস্থায়ী কাপড়ের দোকান গড়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন, সকাল ন'টা নাগাদ কয়েকটি পায়রা দোকান সংলগ্ন রেলের তারে বসে। তখনই শর্ট সার্কিট হয়ে বিপত্তি ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে একের পর এক দোকান। পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেওয়ার আগেই দোকানদাররা ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেন। পুরসভার অপরিকল্পনায় কলোনি মোড় থেকে চাঁপাডালি মোড় পর্যন্ত ওভারব্রিজ এবং অবৈধ দোকানের কারণে এই অঞ্চল জতু গৃহে পরিণত হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ফলে দলকল সঠিক সময়ে পৌছলেও সংকীর্ণ রাস্তার কারণে ঘটনাস্থলে যেতে দেরি হয়। কোনমতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঢুকলেও অপর ইঞ্জিন ব্রিজের অনেক উপর থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। প্রায় তিন ঘণ্টা দমকলের দুটি ইঞ্জিনের আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ওভারব্রিজের নিচেও এমন জতুগৃহ তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ীদের ব্যাপক ক্ষতি হলেও কোন হতাহতের খবর নেই। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এ বিষয়ে পুরসভার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মন্দিরে চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: এবার জয়নগরের মন্দিরে চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার গভীর রাতে তালা ভেঙে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরের গয়নাগাটি ও পুজোর বাসনপত্র চুরির ঘটনায় শোরগোল পড়ে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বকুলতলা থানা এলাকার বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সির চক গ্রামে। এদিন ভোর রাতে গ্রামবাসীদের নজরে আসে যে গ্রামের রাধা গোবিন্দ মন্দিরের তালা ভাঙা। ভিতরে ঢুকে তারা দেখে ঠাকুরের গা থেকে গয়না ও পুজোর পিতলের বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। খবর দেওয়া হয় বকুলতলা থানায়। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। ঘটনা জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা জড়ো হয় মন্দিরের সামনে। তাদের দাবি অবিলম্বে চুরির সামগ্রী উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ঘটনা যারা জড়িত তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জেলাশাসকের দরবারে পড়ুয়াদের ধর্না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি জেলা শাসকের দরবারে কাগজ চাই, রাতে পড়বার জন্য কেরোসিন চাই এবং খাদ্যাভাবে যে সব ছাত্র লেখাপড়ায় মন দিতে পারছে না অন্ততঃ তাদের জন্য বিদ্যালয়ের মারফত খাদ্যবিলির। ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি দাবী নিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ধর্না শুরু করে। কয়েক ঘণ্টায় ধর্না দেবার পর জেলা শাসকের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী পিছু সপ্তাহে আধ লিটার করে কেরোসিন এবং খাদ্য সরবারহের প্রতিশ্রুতি দিলে ছাত্ররা ধর্না প্রত্যাহার করে নেয়।

এই ধর্নায় যারা অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে অন্যতম হরিনাভি সুভাষিণী স্কুলের শ্যামলী চ্যাটার্জি, কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী। রাজপুর বিদ্যানিধি হাইস্কুলের অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, শিবদাস ব্যানার্জি, দীপক সরকার, নিখিল দাস। রাজপুর পদ্মবনি হাই স্কুলের শ্যামলী ভট্টাচার্য্য ও হরিনাভি বয়েজ স্কুলের দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য।

৯ম বর্ষ, ১৫ নভেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ২ সংখ্যা

ক্রাইম ডেস্ক

হরিণ শিকারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : দিনের পর দিন ভাগবতপুর এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে হরিণ শিকার করে বেড়াচ্ছিল চোরা শিকারিরা, এমনই অভিযোগ ছিল বনদপ্তরের কাছে। রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাথর প্রতিমা থানার পুলিশ এবং ভাগবতপুর রেঞ্জের বনদপ্তরের কর্মীরা যৌথ অভিযান চালিয়ে নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দন পিড়ি এলাকার উদয় সরকার ও সুলেখা গিরি নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে। সুলেখা গিরির বাড়ি নামখানা হরিপুরে। সম্পর্কে দুজন ভাই বোন। সোমবার তাদের কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হয়। এই বিষয়ে আইনজীবী সব্যসাচী দাশ জানান, ওই দুই অভিযুক্তের কাছ থেকে ১ কেজি করে মোট কেজি ২ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার হয়েছে। দুই অভিযুক্ত মহামান্য বিচারকের কাছে তাদের নামে আসা অভিযোগ স্বীকারও করেন বলে তিনি জানান।

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতার নাম সরোজিনী সরদার(৪০)। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের শিবনগর এলকায়।ক্যানিং থানার পুলিশ বধূর মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে ওই বধূর সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ঝগড়া হয়। অভিযোগ এরপর সকলের অলক্ষ্যে ওই বধূ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা বধূকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই বধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উদ্ধার জাল নোট, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ নভেম্বর আমাজোলা গ্রাম থেকে জাল নোট সহ সাইবার প্রতারণা অভিযোগে এক বিজেপিকর্মীকে গ্রেপ্তার করলো খয়রাশোল থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মুক্তি বক্সী বাড়ী আমাজোলা গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে এগারো হাজার টাকার জাল নোট ও এটিএম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। সোমবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

প্যারেলো মুক্ত আনারুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে সাতদিনের প্যারেলে মুক্তি পেলো বগটুইকান্ডের মূল অভিযুক্ত আনারুল হোসেন। ২৪ নভেম্বর রবিবার আনারুলের মেয়ের বিয়ে রামপুরহাটের নিশ্চিন্তপুরের বাড়িতে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে প্যারোলে তাকে ৭ দিনের জন্য মুক্তি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২৭ নভেম্বর ফের তাকে জেলে ফিরতে হবে। মেয়ে হোসেন মমতাজ বেগমের বিয়ে উপলক্ষে প্যারোলে মুক্তি চেয়ে মঙ্গলবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল আনারুল। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দোপাধ্যায়ের এজলাসে সেই আবেদনের শুনানি হয়। আনারুলের আবেদনের ভিত্তিতে তাকে ৭ দিনের প্যারোলে মুক্তি দেন বিচারপতি।

ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : আবারো বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধছে ঘূর্ণিঝড়। আতঙ্কে দক্ষিণ বঙ্গসহ গোটা সুন্দরবনবাসী। ডানার চোখ রাঙানি সরতে না সরতেই, নভেম্বরের শেষে আবারো দুর্যোগের আশঙ্কা এই বঙ্গে। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে চলেছে। আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ঘূর্ণাবর্ত শনিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে, পরে সোমবার সিটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। যার প্রভাব এই রাজ্যে না পড়লেও পড়তে পারে শ্রীলঙ্কা তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে, যার ফলে এই রাজ্যে নদী ও সমুদ্র উত্তাল হতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম ফেজার, নামকরণ করেছে সৌদিআরব। গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলে ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে সমুদ্র উত্তাল হতে পারে ভাঙতে পারে নদী বাঁধ, প্লাবিত হতে পারে গ্রামের পর গ্রাম, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সাগরদ্বীপের হাজার হাজার কৃষিজমি সহ পানের বরজ। যদিও বা ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা এখনও স্পষ্ট। প্রভাব নাও পড়তে পারে এই রাজ্যে। তবে ঘূর্ণিঝড় কখন কোন দিকে বাঁক নেয় তা বলা মুশকিল। তবে আবহাওয়াবিদদের মতে পশ্চিমবঙ্গে এখন উত্তরে হাওয়ার রাজত্ব চলছে। সমুদ্রবায়ু তাকে কাবু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কালনা, কাটোয়া হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিন স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রজ্য সরকারের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে সিটি স্ক্যান মেশিন বসানো হল। এর ফলে পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি সন্নিহিত হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার লক্ষাধিক বাসিন্দা এই ২ হাসপাতালে আরও অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধালাভ করতে পারবে। ১৮ নভেম্বর কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিনটি উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলার সিএমওএইচ জয়রাম হেমব্রম, মহকুমাশাসক শুভম আগরওয়াল প্রমুখ। জেলার সীমান্তবর্তী দুই মহকুমা হাসপাতালে এই অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা চালুর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

রেল কর্তৃপক্ষকে নাগরিক মঞ্চের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সাঁইথিয়া পথপ্রদর্শক নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে রেল ব্রিজ সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু করার দাবি সহ ১৫ দফা দাবি নিয়ে নাগরিক মঞ্চের ডেপুটেশন জমা পড়ল সাঁইথিয়া রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। রেল ব্রিজ সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু করে সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করা, রেলস্টেশনের পূর্বদিকে একটি নতুন টিকিট কাউন্টার, সাহিবগঞ্জ ইন্টারসিটি সহ দশটি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ, হাওড়া–রাজগীর ট্রেন পুনরায় চালু করা, অন্ডাল – সাইথিয়া রুটে লোকাল ট্রেন বৃদ্ধি,আজিমগঞ্জ থেকে অন্ডাল এবং আসানসোল থেকে মালদা টাউন (ভায়া – সাইথিয়া) মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করা, কাটোয়া–আহমেদপুর ট্রেনগুলো সাইথিয়া স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা, সাঁইথিয়ায় হাওড়া–ভাগলপুর বন্দে ভারত ট্রেনের স্টপেজ সহ একাধিক দাবি জানানো হয়। যেহেতু সাঁইথিয়া রেল ব্রিজ বন্ধ সেহেতু পারাপারের একমাত্র ভরসা সাঁইথিয়া রেল ফুট ওভারব্রিজ। এই ওভারব্রিজ পারাপারে মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে কিছু টিকিট পরীক্ষকের বিরুদ্ধেও লিখিত অভিযোগে জমে পড়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে চিন্টু রায় এবং ছোটন দত্ত বলেন, আমরা ১৫ দফা দাবি নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করলাম। আমাদের এই দাবি যদি না মানা হয় আগামী একমাস পর আমরা সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।

মুড়িগঙ্গা নদীতে জেগে উঠছে চর, ভেসেল চলাচল বিঘ্নিত গঙ্গাসাগর মেলার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ড্রেজিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : অপেক্ষা আর মাত্র ৫ মাসের। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫। গঙ্গাসাগর মেলাকে মাথায় রেখে দফায় দফায় চলছে প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠক। প্রতিবছরের মতো মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংয়ের কাজ। ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। অতিরিক্ত পলি এবছর জেলা প্রশাসনের কপালে ফেলেছে চিন্তার ভাঁজ। মুড়িগঙ্গা নদীর অতিরিক্ত পলিতে জমায় দুর্ভোগ চরমে উঠেছে সাগরদ্বীপের এলাকাবাসীদের। প্রতিদিন ভাটার সময় গড়ে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা বন্ধ রাখতে হচ্ছে ভেসেল পরিষেবা। দিনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেশীরভাগ সময় ভেসেল পরিষেবা বন্ধ থাকায় প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেটিঘাটে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পুণ্যার্থী থেকে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের। নিরুপায় হয়ে লট নং ৮ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার নদীর বাঁধ ও পলি–কাদা মাড়িয়ে মাঝ নদীতে গিয়ে ট্রলার কিংবা ইঞ্জিন চালিত বোট ধরে পারাপার হতে হচ্ছে। ইঞ্জিন চালিত বোটে পারাপার বিপদ জেনেও মানুষ সময় বাঁচাতে বেছে নিচ্ছে ঝুঁকির পারাপার। বছরের ১১ মাস এই ছবি ধরা পড়ে কাকদ্বীপের লট নং আট থেকে সাগরের কচুবেড়িয়ার মধ্যে। সাগরমেলার জন্য প্রতিবছর নদীতে সাময়িক ড্রেজিং করা হয়। মাসখানেক স্বাভাবিক থাকে ভেসেল পরিষেবা, পরে একই দুর্ভোগ চলতে থাকে মানুষের। চলতি বছরে সাগরমেলার জন্য ড্রেজিংয়ের সরঞ্জাম এসে গেলেও কাজ শুরু হয়নি এখনও। এই দুর্ভোগ কমাতে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের দাবি মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর কংক্রিটের সেতু। কেন্দ্র–রাজ্য টানাপোড়েনের পর অবশেষে সেতু তৈরীর ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে সেতুর জন্য জমি চিহ্নিতকরণ ও সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের দাবি কবে বাস্তবে রুপ নেবে সেই সেতু সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা। উত্তম মণ্ডল নামে এক নিত্যযাত্রী তিনি জানান, মুড়িগঙ্গা নদীতে চড় পড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এমন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিপদ যেন ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতে হয় আমাদের। প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার কাদা ঘেঁটে আমাদের ইঞ্জিন চালিত বোটে উঠতে হয় ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার করতে হয়। প্রতিদিনই মুড়িগঙ্গা নদীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না থাকার কারণে পাঁচ থেকে ৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকে ভেসেল পরিষেবা। এর ফলে সঠিক সময় আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি না। সব থেকে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ে বয়স্ক থেকে শুরু করে রোগীরা। কাদার মধ্যে তাদেরকে চলাচল করতে সমস্যা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুড়িগঙ্গা নদীর উপর ব্রিজ তৈরি অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কবে এই সমস্যা মিটবে তা আমরা জানিনা। রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া বলেন, গঙ্গাসাগর মেলাতে মাথায় রেখে আমরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি সরানোর কাজ শুরু করে দিয়েছি। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই আমরা করতে পারি না পলি জমছে বলে ড্রেজিংয়ের কাজ করা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে খুব দ্রুতই ব্রিজ তৈরি হবে মানুষ এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ডায়মন্ড হারবার কোর্ট, উঠল আইনজীবীদের পেন ডাউন

অরিজিৎ মণ্ডল : ডায়মন্ড হারবার আদালতে লাগাতার ৩ দিন পেন ডাউন কর্মসূচি আইনজীবীদের চলছিল। বুধবার ডায়মন্ডহারবার আদালতের মেন গেট অবরুদ্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভ ডায়মন্ড হারবার আদালতের আইনজীবীরা।

আইনজীবীদের দাবি, আদালতে বিচারক রাত থ্রেট কালচার চালাচ্ছে আইনজীবীরা তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু পাচ্ছে না। তাই আদালতের বিচারকদের বদলির দাবি জানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে আইনজীবীরা। গত সোমবার থেকে পেন ডাউন কর্মসূচি শুরু হওয়াতে বন্ধ হয়েছিল আদালতের স্বাভাবিক কাজ। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবার কোর্টের বিচারকদের পক্ষ থেকে বারে বারে বিষয়টি নিয়ে আবেদন জানানো হলেও কোর্টের আইনজীবীরা তাদের নিজেদের দাবিতে অনড় ছিলেন। তবে পরবর্তী সময় বিচারকদের পক্ষ থেকে আইনজীবীদের সঙ্গে বসে সমস্যা মেটানোর আর্জিও জানানো হয়।

তবে দফায় দফায় বৈঠকের পর অবশেষে আইনজীবীদের সঙ্গে বিচারকদের যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলি আলোচনার মাধ্যমে বেশ কিছু সমাধান করা হয় তারপরেই নিজেদের পেনরাউন তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেন আইনজীবীরা। ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রীতবাস মণ্ডল জানান, 'বিচারকেরা আমাদের সঙ্গে বিষয়গুলি নিয়ে বসে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান তারা করে দিয়েছেন এখনও বেশ কিছু বাকি রয়েছে সেগুলি পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে সমাধান হয়ে যাবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে। তাই আমরা পেন ডাউন তুলে নিয়ে স্বাভাবিক কাজে ফিরছি।

আটক চালানবিহীন বালিবোঝাই ট্রাক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি : চালান বিহীন অবৈধ বালিবোঝাই ট্রাক্টর আটক করল বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার ২১ নভেম্বর ভোরে ১৪নং জাতীয় সড়কের সদাইপুর থানার মুরোমাঠে সিউরিগামী একটি ওভারলোডেড ট্রাক্টর আটক করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ওই চালক কোনও ই–চালান দেখাতে পারেনি। চালক স্বীকার করে লোবা বালিঘাটে অজয় নদী থেকে অবৈধ উপায়ে বালি সংগ্রহ করেছিল সে সাধারণত সিউড়ির এক ফটিকের অনুমোদিত ওজন সেতুতে সরবরাহ করার জন্য এই ধরনের কাজ করে থাকে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আটক করা বালিবোঝাই ওভারলোডেড ট্রাক্টরটি সদাইপুর থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর – ২৯ নভেম্বর, ২০২৪

নেতাজী সত্য উদ্ধারে সর্বদলীয় ঐক্য হোক

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অর্ন্তধান রহস্যের তদন্ত নতুন করে শুরু করার ন্যায্য দাবি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু তাই নয় নেতাজী ও আজাদহিন্দ ফৌজের বিষয়ে যিনি মামলা করেছিলেন সেই পিনাকপানি মহান্তকে ওই দুই বিচারকের ডিভিশন বেঞ্চ তীব্র ভর্ৎসনাও করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে। মামলাকারীর দাবি ছিল, আজাদহিন্দ ফৌজই ভারতের স্বাধীনতার কারিগর। একথা স্বীকার করুক কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্ট তা ঘোষণা করার নির্দেশ দিক কেন্দ্রকে। কিন্তু গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এই মামলা পত্রপাঠ খারিজ করে দেন। মামলাকারীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, আপনার উচিত এই বিষয়ে উপযুক্ত জায়গায় যাওয়া। নেতাজী অর্ন্তধান রহস্যে প্রথম তদন্ত কমিটি ঠিক ছিল নাকি দ্বিতীয় তা আমরা বলতে পারি না। আমরা সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। আপনি তো নিজেই রাজনৈতিক নেতা। নিজের দলকে বলুন এই ইস্যুতে সরব হতে।

ভারতের সংবিধান ও বিচার ব্যবস্থার উপর শ্রদ্ধা রেখেই বলা যায়, মামলাকারীর প্রথম বক্তব্য অর্থাৎ নতুন করে নেতাজী অর্ন্তধান রহস্যের তদন্তের দাবি দেশভাগের পর থেকে বারংবার উঠেছে। নেহেরু আমলে পঞ্চাশের দশকে যখন সাধারণ মানুষের তরফে বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল ও সুরেশ বসুকে নিয়ে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন প্রবল জনমতের চাপে শাহনাওয়াজকে নিয়ে নেহেরু আমলে শাহনাওয়াজ কমিটি গঠন করা হয় এবং নেতাজী তদন্তের নামে প্রহসন হয়। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জনমতের প্রবল চাপে আবারো নেতাজী তদন্তে কমিশন গড়তে হয়। তৈরি হয় ইন্দিরা ঘনিষ্ঠ ও তাঁর জীবনীকার বিচারপতি ডি. জি. খোশলার নেতৃত্বাধীন কমিশন। প্রত্যাশা মতই নেহেরু আমলের কমিটির সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেয় এই কমিশন। ৯০–এর দশকে নেতাজীকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' ঘোষণা করে সুভাষচন্দ্রকে তখন প্রবল প্রত্যাখানে নরসীমা সরকার তা প্রত্যাহৃত করতে বাধ্য হয়। রাজস্থান হাইকোর্টে, ওড়িষা হাইকোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্ট নতুন করে নেতাজী তদন্তের দাবি ওঠে এবং আদালত সরকারকে নির্দেশ দেয় নেতাজী তদন্তের। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল নেতাজী তদন্তের। নেতাজী জন্মশতবর্ষের পরে পরেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারক মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল মুখার্জী কমিশন। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অসহযোগিতায় মুখোমুখি হতে হয়েছিল কমিশনকে। ৬ বছর ধরে চলা কমিশন পূর্ববর্তী কমিটি ও কমিশনের বক্তব্য অর্থাৎ তাইহোহুকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর তত্ত্ব বাতিল করেছিল। যদিও মনমোহন সরকার মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আইনের পথেই নেতাজী সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের ওই দুই বিচারক কি অতীত ইতিহাস নিয়ে একেবারেই চর্চা করতে রাজি ছিলেন না। কমিশনের রিপোর্ট পড়লেই তাঁরা জানতে পারতেন কেন বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা প্রান্তে নেতাজী সত্য প্রকাশের দাবি ওঠে এবং আইনের দ্বারস্থ হন বহু মানুষ। লজ্জার ব্যাপার বিচারকদ্বয় মামলাকারীর উদ্দেশ্য অনুধাবন না করে ভর্ৎসনা করেছেন। নেতাজী সত্য প্রকাশ্যের ব্যাপারে আবারো রাজনীতির উর্ধে উঠে সর্বদলীয় প্রস্তাব উঠছে। অসম্পূর্ণতার দোহাই দিয়ে মুখার্জী কমিশনের রায় বাতিল করা হয়েছিল। কমিশনকে সম্পূর্ণ করার দায় নিক রাজনৈতিক দলগুলি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

সৎ ও অসৎ বিষয়ে যিনি প্রাণিবৃন্দের অন্তরে মোহ রচনা করেন, নিরন্তর জগৎ প্রসবকারী সেই মন এই সমস্ত আকারে বিলসিত হন। কোন এক কল্পে প্রজাসৃষ্টির কর্মে আপনার নিযুক্ত সন্তানগণ কৈলাস পর্বতের কাছে সুবর্ণজট নামে এক জনপদ স্থাপন করেন। সেখানে ইন্দু নামে এক পরম ধার্মিক, শান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বসবাস করতেন। সেই দম্পতি নিসন্তান থাকায় মনোকষ্টে ছিলেন। সন্তান প্রাপ্তির উদ্দেশে তাঁরা কৈলাস পর্বতে এক নির্জন গুহায় দীর্ঘ কয়েক যুগ একান্ত তপস্যায় নিরত হন। তপশ্চরণে ভগবান চন্দ্রশেখর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের বর দিতে চাইলে তাঁরা দশটি সুপুত্র কামনা করলেন। মহেশ্বর সেই মনস্কামনা পুরণের বর দিলেন। মহেশ্বরের আশীর্বাদধন্য সেই দম্পতি কালক্রমে অতি সুশীল দশটি পুত্র লাভ করেন। সুধী পিতামাতা যথাসময়ে পুত্রদের উপযুক্ত সংস্কার, শিক্ষা, উপনয়নাদিতে সংস্কৃত করে দেহত্যাগ করেন। পিতৃমাতৃহীন বেদনাক্লিষ্ট পুত্রগণ গৃহত্যাগ করে কৈলাস পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্জন সেই স্থানে তাঁরা পরস্পর বিচার করতে লাগলেন, কি এমন ঐশ্বর্য্য লাভ করা উচিত, যা দুঃখনিবারক ও অবিনাশী এবং সেই ঐশ্বর্য্য কিভাবে লভ্য হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শক্রমে তাঁরা পদ্মযোনি ব্রহ্মার ধ্যানে মগ্ন হলেন। সেই ধ্যানে তাঁদের উপলব্ধি হল,– আমি স্বয়ং ব্রহ্মা, আমিই স্রষ্টা, আমি ভোক্তা, আমিই সৃষ্টি–পালক–সংহারক। সরস্বতী–গায়ত্রী সমন্বিত বেদসকল আমারই অঙ্গ, আমার স্বরূপভূত লোকপাল, প্রজাপতি, দেবেন্দ্র, জগৎজীবগণ, পর্বত– নদী–বৃক্ষাদি সমস্ত কিছুই আমারই রচনা।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

Uma Dasgupta Death

'পথের পাঁচালি'র দুর্গা উমা দাশগুপ্তর জীবনাবসান

সোমবার সকালে বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উমাদেবী।

ভোট এলে মানুষ চাই ক্ষমতা পেলে পুলিশ চাই

নরেন্দ্রনাথ কুলে

সম্প্রতি কলকাতার এক কাউন্সিলরের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার মেয়র পুলিশের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, বাংলায় এত অস্ত্র আসছে পুলিশ জানতে পারছে না কেন? মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে পুলিশ । তাহলে পুলিশ কি সত্যিই তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হতে পারে? এ সম্পর্কে বাংলার পুলিশের কর্মকান্ডের ইতিহাস একবার দেখা যেতে পারে।

পুলিশ তুমি কার/যখন যে সরকারে/ তখন সে তার। স্বাধীনতার পর থেকেই এ কথাটা বাংলার পুলিশ প্রমাণ করে চলেছে। গত শতাব্দীর পাঁচের ও ছয়ের দশকে খাদ্য আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের হত্যা করেছে কংগ্রেস সরকারের পুলিশ। এছাড়া সরকার বিরোধী মতকে দমিয়ে রাখার জন্য বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিতে কুন্ঠাবোধ করেনি এই পুলিশ। আর তা অবশ্যই শাসকদলের নেতা ও মন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে একদিন যে বামপন্থী নেতা পঞ্চাশের দশকে দুর্বার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন, সেই নেতা সিপিএম ও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মূল্যবৃদ্ধি ও পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদী আন্দোলনে গুলি চালালেন। এস ইউ সি আই দলের এই আন্দোলনে তাদের কর্মীকে খুন হতে হয় পুলিশের গুলিতে। আবার ওই নব্বই দশকের এক জুলাইয়ে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসের মিছিলে বামফ্রন্টের পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৩ জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করে। বিরোধী নেতাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বিরুদ্ধ মতকে দমিয়ে রাখার কৌশল কংগ্রেস সরকারকে অতিক্রম করেছিল বলে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। একদিন যে সিপিএমের শ্লোগান ছিল পুলিশ তুমি যতই মারো/ মাইনে তোমার একশো বারো, সেই সিপিএম তথা বামফ্রন্টের পুলিশকে আন্দোলন থামাতে গুলি করতে হয়েছিল। যে দল বামপন্থা আদর্শের কথা বলে, আন্দোলন থেকে বামপন্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে, আন্দোলনের ধারায় যাদের পরিচয় তারাই আবার যখন ক্ষমতায় তখন আন্দোলন থামাতে তাদের পুলিশকে গুলি চালাতে হয়, বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে হয়। আন্দোলন যখন শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনেই তখন সেই আন্দোলনে গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি আন্দোলনপ্রিয় বামপন্থী দলের শাসক। শুধু তাই নয় গত শতাব্দীর নব্বই সালে মূল্যবৃদ্ধি ও

পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ওই আন্দোলনে এসইউসিআই দলের কর্মী পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, নিরামিষ আন্দোলনকে একটু আমিষ করে দিলাম। এই বাক্য কে বলেছেন? একজন বামপন্থী নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরই আমলে আবার এই আর জি কর হাসপাতালে তদানীন্তন জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন থামাতে তিনি ডাক্তারদের সরাসরি পুলিশি অত্যাচারের হুমকি দেন। অতএব কংগ্রেস ও সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকারের পার্থক্য বলে কিছু থাকলো না। দুটি ভিন্ন দল তথাকথিত বিপরীত মেরুর দলের সরকারের পুলিশ একই চরিত্রের। তার মানে সরকারে যে দলই থাকুক পুলিশ সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ আন্দোলন থামাতে বলপ্রয়োগ শুধু করবে না, প্রয়োজনে গুলি করে খুন করবে, মিথ্যা মামলা দেবে এটাই দস্তুর।

কংগ্রেস ও সিপিএম সরকারের পুলিশ একই চরিত্রের বলে আজকের তৃণমূল সরকারের পুলিশ কিন্তু এক নয়। এ কথা আজকের মুখ্যমন্ত্রী নিজেমুখে প্রশংসা করেন। এই দুর্গাপুজোয় কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের স্তুতি গেয়ে তাদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর পুলিশ বিশ্বের সেরাদের অন্যতম বলে তিনি প্রমাণ করতে চান। পুলিশ আধিকারিকের জন্য তিনি ধর্ণা দিয়ে তা আগেই প্রমাণ করেছেন। বাম আমলের যে পুলিশ তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের বিরুদ্ধে গুলি চালিয়ে তাঁর দলীয় কর্মীদের খুন করেছে, সেই পুলিশকে তিনি তাঁর দলীয় নেতৃত্ব থেকে মন্ত্রীত্বে জায়গা করে দিয়েছেন। তার মানে কংগ্রেস ও সিপিএমের স্পর্শে যে পুলিশ খুনি ছিল, সেই পুলিশ তাঁর স্পর্শে বাল্মীকি হয়ে গেল। মমতা ব্যানার্জির স্পর্শে পুলিশের চরিত্র বদলে গেল? এটা ঠিক আন্দোলনকারীদের ওপর তৃণমূল সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে এখনো খুন করেনি। কিন্তু দলীয় হামলাবাজ ও খুনিদের লঘু কেস দিয়ে এ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখার পথ প্রশস্ত রেখেছে। আসলে মমতা ব্যানার্জি আন্দোলনের মুখোশে শাসকের চরিত্রের একই মুখোশে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে অত্যন্ত পটু। তাই পুলিশমন্ত্রী হয়ে পুলিশের চরিত্র কি বদলে দিয়েছেন? প্রথম দিকে বাংলার খুনি পুলিশ তাঁর দলবলের আক্রমণে তাঁর দপ্তরের পুলিশকে থানায় টেবিলের তলায় লুকোতে দেখা গেছে। পুলিশের সামনে তাঁর দলের দুষ্কৃতীরা তান্ডব চালালে, এমনকী গুলি চালালেও তাঁর পুলিশ শুধু অহিংস ও নির্লিপ্ত থাকতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। থানাগুলো বিপদগ্রস্থ সাধারণ মানুষের পরিষেবা না দিয়ে বিপদ যারা ঘটায় তাদেরই পক্ষ নিতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা প্রবাদটি দলীয় কর্মী ছাড়া সাধারণ মানুষের মনে আরো বেশি করে গেঁথে দিতে চেয়েছে। জনতার কথা জনপ্রতিনিধি শুনবে। তাই হয়তো পুলিশকে জনপ্রতিনিধি ও শাসক দলের নেতার কথা শুনতে হয়। পুলিশ সরকারি চাকরি করে, তাই সে সরকারের কথা, সরকারের লোকের কথা শুনবে। সে তো জনতার কথা শুনবে না। তাই হয়তো আর জি কর কান্ডে পুলিশের ভূমিকা সেই রূপেই দেখা গেছে। আর পুলিশের সেই রূপের প্রশংসা মমতা ব্যানার্জি করবেন না তো কে করবে।

আর জি কর কান্ডে আন্দোলনকারী ডাক্তার ও তাঁদের সমর্থনে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবহার থেকে পদক্ষেপ দেখে মনে হয় বাংলার পুলিশ এই সমাজের বাইরে। অভয়ার ধর্ষণকারী ও তার সহযোগীরা আইনের জালে এখনো ধরা পড়েনি, বরং আইনের ফাঁকে ফাঁকে তারা বিচরণ করার সাহস সঞ্চার করতে, তাদের বিচরণ করতে সাহস দেওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তারদের, আন্দোলনকারীদের আইনের ফাঁদে বেঁধে রাখার চেষ্টা পুলিশ করবে আর পুলিশমন্ত্রী চুপ করে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আন্দোলনের মুখ। আন্দোলন থেকে তাঁর উত্থান। অথচ ন্যায্য আন্দোলনকারীদের জন্য তিনি নির্বিকার। আসলে ন্যায্য তা, যা তিনি মনে করেন। শুধু পুলিশের কাজ তাঁর কাছে ন্যায্য। ডাক্তার, সাধারণ নাগরিক সমাজ যারা আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদী আন্দোলনে তারা ন্যায্য নয়। যে যোগ্য কর্মপ্রার্থীরা বছর অতিক্রান্ত আন্দোলন করছে তারা ন্যায্য নয়। আসলে এই আন্দোলনকারীদের তিনি তাঁর ভোটার হিসেবে গণ্যই করেন না। কয়েক লাখ আন্দোলনকারীদের ভোট না পেলে তাঁর দলের জেতা আটকাবে না। বরং পুলিশ দিয়ে তাঁর দলের জেতা নিশ্চিত করা যেতে পারে। সে কৌশল তিনি ও তাঁর দলের সেনাপতিরা জানেন। তাই পুলিশমন্ত্রী হয়ে পুলিশ আধিকারিকের অসম্মান হলে তিনি ধর্ণায় বসতে পারেন, কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁর দপ্তরের মহিলা ডাক্তার ধর্ষিতা ও খুন হলে তাঁর কিছু যায় আসে না।

কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল যে দলই ক্ষমতায় আসুক সবার স্বর একই। ভোটের আগে জনতা ছাড়া সবই পর, ক্ষমতায় এলে পুলিশ শুধু আপন, সে সামলায় যে ঘর।

সহনশীল দারিদ্রতা আর সহনীয় বিপন্নতা–রাজনীতির মূল উপজীব্য

নির্মল গোস্বামী

দু দশক আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে যাওয়া এক বামপন্থী নেতা বলেছিলেন উন্নয়ন করলেই ভোটে জেতা যায় এ মিথ্যা কথা। তার এই আক্ষেপের যথেষ্ঠ কারণ ছিল। বাম সরকারের আমলে নিজের পঞ্চায়েত এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন মূলক কাজ করার ফলে এলাকার কর্মীরা ঐ নেতার জয় সম্পর্কে একশভাগ নিশ্চিত ছিল। সেবার পঞ্চায়েত ভোটে তিনি হেরে যান। সেবার উন্নয়নের নিরিখে ভোট হয়নি, হয়েছিল পালা বদলের নিরিখে। আমজনতার বিচিত্র মানসিকতার পাঠ নেওয়া সব দল বা নেতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যে কোন দলের সরকার হোক, তারা উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের অভিমুখ ঠিক করে না। তারা ভোটের জন্য উন্নয়নের রূপ রেখা তৈরি করে। এক কথায় বলা যায় ভোটমুখী উন্নয়ন। আর এই ভোটমুখী উন্নয়নের মূল কথা হল কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করা। কারণ কোন এলাকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে দিলে ঐ এলাকার ভোটাররা আর দলের বা সরকারের অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে থাকবে না। তারা তখন আঞ্চলিক স্বার্থকে দূরে সরিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভোট দেবে। আর আঞ্চলিক সমস্যায় জর্জরিত জনগনের সামনে আজও চাহিদা থাকে আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান। তাই তারা ক্ষমতাশীলদের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র হল শোষন করা। শোষন মূলক শাসন ব্যবস্থা। আর রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালনা করে সরকার। ফলে সরকারকেও শোষনের শাসনের অংশীদার হতে হয়। তার বিনিময়ে তারা অশেষ সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে। তাই সব সরকারই দেশের বেশীরভাগ জনগনকে সহনশীল দারিদ্রতা আর সহনীয় বিপন্নতার মধ্যে রাখতে চায়। দারিদ্রতা থাকলেই চাহিদা থাকবে সরকারের কাছে। আর এই চাহিদা মেটানোর প্রতিশ্রুতি বা অংশত সমাধানের মাধ্যমে ভোট রাজনীতির মুক্ত বাজার তৈরি হয়। সেই বাজারে যে ইচ্ছা চুটিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা কামাতে পারে।

স্বাধীন ভারতে নেহেরুর বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, ইন্দিরা গান্ধীর সবুজ বিপ্লব, রাজীব

গান্ধীর বৃক্ষরোপন ও অটলজীর স্বর্ণালী চতুর্ভুজ পরিকল্পনায় অবশ্য ভোটের রাজনীতির প্রভাব ছিল না। দেশের প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থেই তা রচিত হয়েছিল। এই উন্নয়নের পরিকল্পনায় যা খরচ হয়েছিল তার বহুগুন রির্টান পেয়েছে বা আজও পেয়ে আসছে দেশের মানুষ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এই ব্যায় বহুল দীর্ঘস্থায়ী স্বর্ণালী চতুর্ভুজ পরিকল্পনার জন্য পরবর্তী ভোটে কিন্তু অটলজীর দল জিততে পারেনি। তাই বোধ হয় উন্নয়নের নামে ভাল পলিটিক্সই আজ প্রাধান্য পাচ্ছে সমস্ত দলের কাছে।

রাষ্ট্রের কাছে থেকে অসহায় মানুষ রিলিফ পাবে এটা স্বতসিদ্ধ ব্যাপার। আর রাষ্ট্র নিজ থেকে ঘোষণা করছে বা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থী খুঁজছে এটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। একটা হল আমার প্রয়োজন তাই রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চাইছি, রাষ্ট্র সেখানে বিবেচনা করবে। আর একটা হল রাষ্ট্র আহবান করছে তোমরা কে কে সাহায্য নেবে এসো। সেখানে ধান্দাবাজদের ভিড় তো বেশী হবেই। প্রকৃত প্রাপকের থেকে সম্পদশালীদের সংখ্যাই বেশী হবে। জনমোহিনী সরকারি কর্মসূচীতে কে কাকে টেক্কা দিতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে উন্নয়নের নামে। এমন কর্মসূচী সরকার নেবে না যাতে করে জনগন সাহায্য প্রার্থী না হয়। মানুষ সাবলম্বী হবে। তাতে রাষ্ট্রের আয় বাড়বে। কারণ ট্যাক্স দাতার সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু তাতে তা কোন দলের স্থায়ী ভোটার বাড়বে না। তাই সে পথে কোন দলেরই কর্মসূচি নেই।

সরকারি উন্নয়ন যেন হরির লুটের বাতাসার মতো। যারা প্রত্যাসী তাদের হাতে হাত না দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল। তাতে চলল কাড়াকড়ি। কেউ পেল, কেউ পেল না। কতকটা ময়লা স্থানে পড়ল। কতক পদভারে গুড়িয়ে গেল। কতক বা মাটিতে পড়ার আগেই লম্বাহাতের কেউ লুফে নিল। যারা না পাওয়ার দলে তাদের ক্ষোভ ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে নয়, বণ্টনকারীদের উপর পড়ল। জনগণের নগদ প্রাপ্তিতে দুর্নীতি বেশি হবে এটা সরকার জানে। সরকার জানে, যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রকৃত উপভোক্তা ছাড়া আর এক ধরনের ভোক্তার ভাগে কিছু পড়ে– তারা দলের প্রভাবশালী।

বাংলার আবাস যোজনা নিয়ে রাজ্যের যে চরিত্র সামনে আসছে তাতে করে হরিলুঠের সত্যই প্রমাণিত হয়। কেন্দ্রের সরকার এ বছর তিন কোটি ঘর তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছে। সদ্য 'ডানা'র দৌলতে আমরা কোস্টাল এলাকার মানুষজনের উদ্বেগ ও দুর্দশার চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি। প্রতিবার ঝড় বন্যার সময় দেশের যে চিত্র ভেসে ওঠে তাতে করে মনে হয় সরকারি কোটি কোটি ঘর কারা পেয়ে এসেছে এত? এখন এমন ঝুপড়ি ঘর থাকবে কেন? এই যে বর্তমানে তিন কোটি ঘর তৈরি হবে তার পরও ঝড় হলে উপকূলীয় অঞ্চলের দৃশ্যের কোন রদবদল হবে না। অথচ সরকার যদি ঘোষণা করে যে এই যোজনার তিন কোটি ঘর শুধুমাত্র উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করা হবে। তাদের এলাকায় অফিসাররা গিয়ে যদি গরিবদের পাকা বাড়ি করে দেয় তাহলে দেশে ঝড় এলে বা বন্যার সময় ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে না।

বর্তমানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে নাকি মাত্র ১৬ শতাংশ দারিদ্রতা আছে। জনসংখ্যা যদি ১৪০কোটি হয় এবং একটা পরিবারে যদি ৪ জন করে মানুষ থাকে, তাহলে ঘরের সংখ্যা হবে ৪ কোটি ২০ লক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ৫ বছরে ৩ কোটি ঘর করে তাহলে পরবর্তী টার্মে ২.৫ কোটি করলেই দেশে মকানের সমস্যা চিরতরে দূর হবার কথা। ১টা পাকা বাড়ি কমপক্ষে ৪০ বছর ভালো থাকে। ফলে ভারতে দরিদ্রের মাথায় ছাদের সমস্যা ৪০ বছরের জন্য দূর হবে। এটা বাস্তব হলেও সরকার তা করবে না। বাস্তব হল সরকার সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায় পলিটিক্যাল আউট পুটের জন্য। কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ হবে– কিন্তু সমস্যা টিকে থাকবে রাজনীতির স্বার্থেই।

দেশ দেশান্তরে

জলবায়ু ইস্যুতে কোনও সমাধান নেই

সুমন্ত ভৌমিক

সোমবার ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে চলা জোটের শীর্ষ সম্মেলনে জলবায়ু ইস্যুতে জাতিসংঘের আলোচনার অচলাবস্থা ভাঙতে পারলেন না শিল্পোন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি–২০ এর নেতারা। এ বিষয়ে সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হওয়া ছাড়াও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের ও কোন সমাধানে আসতে পারেননি। এই সম্মেলনে বিশ্বনেতারা তাদের আলোচনায় জলবায়ু ইস্যুকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং ইউক্রেন যুদ্ধ এবং হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিরে আসা নিয়ে এই আলোচনার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতির শিকার দেশগুলোকে কারা অর্থসহায়তা দেবে তা নিয়ে আলোচনায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে তারা কোন প্রতিশ্রুতি দেননি। শুধু বলেছেন, অর্থনৈতিক সহায়তা সব জায়গা থেকেই আসতে হবে। তবে এই সম্মেলনকে সামনে রেখে জাতিসংঘ বিশ্বের ধনী অর্থনীতির এ দেশগুলোর নেতাদের প্রতি জলবায়ু আলোচনায় গতি ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছিল বিশ্ব সংস্থা।

সম্মেলন শুরুর আগের দিন জো বাইডেন ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভেতরে আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারে সবুজ সংকেত দেন। বাইডেনের ওই পদক্ষেপকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থানে বড় পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে। এতে এই যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নির্বাচনে জিতলে তিনি দ্রুত এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। ইউক্রেন যুদ্ধ আরও শক্তশালী হওয়ার ঝুঁকি ও ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তার বিচ্ছিন্নতাবাদী যুক্তরাষ্ট্র প্রথম নীতির ভবিষ্যৎ এই দুই বিষয়ই মূলত জি–২০ নেতাদের আলোচনায় প্রাধান্য পায়। তবে ইউক্রেন নিয়ে আলোচনায় তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইতিমধ্যে রাশিয়া হুঁশিয়ার করে দিয়েছে তার ভূখণ্ডে হামলায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হলে যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। এদিকে এক বিবৃতিতে জি–২০ নেতারা ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে ব্যাপক পরিসরে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশগুলোর নেতাদের এমন অবস্থান প্রসঙ্গে পরামর্শক গ্রুপ গ্লোবাল সিটিজেনের সহপ্রতিষ্ঠাতা মিক শেলড্রিক বলেন, নেতারা জলবায়ু বিষয়ে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের চলা আলোচনার দিকে ইঙ্গিত করেন। জলবায়ু ইস্যুতে কোন সমঝোতা সম্ভবত আরও কঠিন করে তুলছে।

৫৮ বছর পরে ক্ষমতার রদবদল

আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানায় ৫৮ বছর পর নির্বাচনে বাজেভাবে হেরে গেছে ক্ষমতাসীন দল। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশটির ক্ষমতায় ছিল বতসোয়ানা ডেমোক্রেটিক পার্টি। গত সপ্তাহে বতসোয়ানায় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬১টি নির্বাচনী আসনের মধ্যে ৫৫টির ফল প্রকাশ হয়েছিল। এর মধ্যে ৩২টি আসনে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে আমব্রেলা ফর ডেমোক্রেটিক চেঞ্জের জোট। সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোখেসি মাসিসি। দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট ৫৪ বছর বয়সী আইনজীবী দুমা বোকো। তিনি বিরোধী জোট আমব্রেলা ফর ডেমোক্রেটিক চেঞ্জের প্রার্থী। আর মাত্র চারটি আসনে জয় পেয়ে সর্বশেষ অবস্থান চারে আছে বতসোয়ানা ডেমোক্রেটিক পার্টি। এ নির্বাচনে চারটি দল অংশ নিয়েছিল। বতসোয়ানায় পার্লামেন্টের জয়ী সদস্যরা প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করেন। মূলত আর্থসামাজিক বিভিন্ন সংকটের কারণে তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারেনি বতসোয়ানা ডেমোক্রেটিক পার্টি। তারা ৫৮ বছর ধরে একই ভাবে দেশ শাসন করে আসছিল। নতুন করে আর কোন কিছু দেশের সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি।

পাঠকের কলমে

ফেলা কার্তিক : বিকল্প ভাবনা

দেবতাদের মধ্যে কার্তিক সৌম্য দর্শন। সুন্দর মুখ। কোঁকড়ানো চুল।পায়ে নাগরা জুতা। কার্তিকের বাহনও অপূর্ব সুন্দর। রঙের জাদুকর ময়ূর। কার্তিক ঠাকুরের নানা নাম। কুমার, শিখিবাহন, শিখিধ্বজ,আম্বিকেয়,নমুচি, শরজ, দেব সেনাপতি,সৌরসেন, সিদ্ধসেন, অগ্নিকুমার ইত্যাদি। এই সৌম্য দর্শন কার্তিক যুগ যুগ ধরে পেয়ে আসছে হ্যাংলা ও অবহেলার তকমা। প্রচলিত প্রবাদ : কার্তিক ঠাকুর হ্যাংলা/ একবার আসে মায়ের সঙ্গে/ একবার আসে একলা। দুর্গা পুজোর পর কার্তিক মাসের শেষ দিন হয় কার্তিক পুজো। এই সময় পুজোর আগে কার্তিক কে যুগ যুগ ধরে ফেলা হয় মানুষের বাড়ি। মূলত দু ধরনের বাড়িতে ফেলা হয় কার্তিক। প্রথমত যে দম্পতির বিয়ের পর বছরের পর বছর ছেলে পুলে হচ্ছে না, তাদের বাড়ি। দ্বিতীয়ত যে দম্পতির অনেক মেয়ে, ছেলে হওয়ার কামনায় তাদের বাড়ি ফেরা হয় কার্তিক। একে বলে ফেলা কার্তিক। কারা আগে কার্তিক ফেলবে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা।

মূলত বন্ধু বান্ধব মজা করে ফেলে এই কার্তিক। বাড়িতে কার্তিক ফেললে ছেলে মেয়ে হয় কি না হয়, সে রহস্য থাক। মূল কথা আনন্দ উৎসবে মেতে থাকা, একদিন জমিয়ে খাওয়া। আর একদিন বাড়ি থেকে কার্তিকের দাম বাবদ আদায় করা পয়সায় পিকনিক করা।

আনন্দ উৎসব শেষ। খাওয়া দাওয়া শেষ। পিকনিক শেষ। পুজো শেষে কার্তিক ঠাকুর অবহেলার শিকার। সংস্কার আছে কার্তিক ঠাকুরকে বিসর্জন করা যায় না। তাই পুজোর পর কার্তিক ঠাকুরকে, বসিয়ে রেখে আসা হয় কোন গাছতলায় বা প্রাচীরের ওপর। রোদে জলে ভেঙে মাটিতে মিশে যায় কার্তিক।দেখে খুব খারাপ লাগে। আরও খারাপ লাগে, ফেলা কার্তিককে যারা পুজো করে না, সেই কার্তিক কে উত্তরীয় পরিয়ে রাস্তায় বসিয়ে রাখা।এটাও এক ধরনের অপমান।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা ফেলা কার্তিকের এই প্রথা একদিনে বন্ধ হওয়ার নয়। তাই ফেলা কার্তিক নিয়ে আমার বিকল্প প্রস্তাব,কারো বাড়িতে যদি আনন্দ করে কার্তিক ফেলতেই হয়, তাহলে ফেলা হোক,রুপোর কার্তিক বা পিতলের কার্তিক।দম থাকলে ফেলা হোক সোনার কার্তিক। শর্ত একটাই যারা কার্তিক ফেলবে, খরচ তাদের নিজেদের। কর্তৃপক্ষ থেকে কোন রকম ফেলা কার্তিকের দাম নেওয়া যাবে না। তখন দেখবেন বাড়িতে কার্তিক পড়া অনেক কমে গিয়েছে।রুপো, পিতল বা সোনা–র কার্তিক পুজোর পর, আশাকরি কেউ আর গাছতলায় বা প্রাচীরের ওপর বসিয়ে রেখে আসবে না। বাড়িতেই যত্ন সহকারে থেকে যাবে কার্তিক।আর একটা কথা, আজকের এই জেট যুগে, ভারত যখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পাড়ি দিয়ে ইতিহাস গড়ে, তখন ছেলে বা মেয়ে হওয়ার জন্য কারো বাড়িতে কার্তিক ফেলা কতটা যুক্তিসঙ্গত,তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

দীপংকর মান্না
আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ড্রেন রাস্তা দখল করে ব্যবসা সতর্ক করলেন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নজরুল সরণিতে বেশকিছু ব্যবসায়ী ড্রেন দখল করে ব্যবসা চালাচ্ছেন। এদিন সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শ্রাবণী দত্ত। এদিন সন্ধ্যায় তিনি নিজে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা ড্রেন দখল করে ব্যবসা চালাচ্ছেন তাদেরকে সতর্ক করেন। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সেক্রেটারি বিশ্বময় ঘোষ, ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা। কাউন্সিলর জানান, আগেও সতর্ক করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের তেমন কাজ দেয়নি তাতে। তাই এদিন সন্ধ্যায় তিনি নিজে ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সঙ্গে করে নিয়ে ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দিলেন, ড্রেন ও রাস্তা দখল করে ব্যবসা কম করতে হবে।

বসল ৫টা ওয়াটার ট্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ২১ নভেম্বর শিলিগুড়ি পুর নিগম এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে আনুমানিক ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৪০ টাকা দিয়ে পাঁচটি স্টেইনলেস স্টিল ওয়াটার ট্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি ও পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও অন্যান্য মেয়র পারিষদ। এই পাঁচটি ট্যাংক বসায় শিলিগুড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ আরও অগ্রগতি হবে।

শিলিগুড়ি পুর নিগম এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার উদ্যোগে বাস স্ট্যান্ড উদ্বোধন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : এদিন শিলিগুড়ি পুর নিগম এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আনুমানিক ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকায়যানজট সমস্যা নিরসনে শিলিগুড়ির ৩২ নং ওয়ার্ডের তিনবাত্তি মোড়ে নবনির্মিত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয়

পরিবহন নিগমের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। চারটি রুটে ১২টি বাস দিয়ে খড়িবাড়ি, জলের ট্যাংকি, পাহাড় গুমিয়া ও নকশালবাড়ি রুটে বাস পরিষেবা শুরু হল। মেয়র জানান এই নতুন বাস স্ট্যান্ডকে ধীরে ধীরে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে বাস যাত্রীদের শেডনির্মাণ করা হবে যাতে যাত্রীরা বসতে পারেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় তার বক্তব্যে বলেন সাধারণ মানুষের পরবর্তী চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আরো বাস পরিষেবা বানানো হবে।

মরশুমের প্রথম তুষারপাত সান্দাকফুতে

সজল দাসগুপ্ত, দার্জিলিং: মরশুমের প্রথম তুষারপাত হল দার্জিলিং এর সান্দাকফুতে। তুষারের চাদরে ঢেকে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা। সাধারণত এই সময় দার্জিলিং সিকিমে পর্যটকদের ঢল নামে। অনেকেই শীতের সময় পাহাড়ে বেড়াতে ভালোবাসেন। কারণ পাহাড়ে শীতের সময় তুষারপাতের দৃশ্য দেখবার সাক্ষী থাকতে চান পর্যটকরা। সান্দাকফুতে তুষারপাত দেখে উচ্ছ্বাসিত পর্যটকরা। তুষারপাতের দৃশ্য দ্রুত সমাজ মাধ্যমের ছড়িয়ে পড়ে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে তাপমাত্রা আগামী কয়েক দিনে আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

বালুরঘাট থেকে দিল্লি হয়ে ভাতিন্ডা এক্সপ্রেসের বগি কমায় বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট : শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ২ বগি বাতিল করা হল বালুরঘাট থেকে দিল্লি হয়ে ভাতিন্ডা যাওয়ার ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের। চরম ক্ষোভ যাত্রী মহলে। রেলের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে সরব একলাখি–বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যান ও সমাজ উন্নয়ন সমিতি। দূরপাল্লার ট্রেনে কিভাবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বগি আচমকা তুলে নেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন। এই ট্রেনকে বালুরঘাট থেকে উঠিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে দাবি এই সমিতির। কটাক্ষ তৃণমূলের।

বালুরঘাট স্টেশন থেকে দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর সহ দক্ষিণ ভারতের যাওয়ার মত দূরপাল্লার একাধিক ট্রেনের দাবি ছিল বরাবর। গত ১৫ মার্চ নির্বাচন ঘোষণার ঠিক কয়েকঘন্টা আগে রেল একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয় মালদা–ভাতিন্ডাগামী ফারাক্কা এক্সপ্রেসটি বালুরঘাট থেকে চলাচল করবে। যেটিতে দিল্লি যাওয়া যাবে। লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রককে দিয়ে তড়িঘড়ি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করানো হয়েছিল বলে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। এরমধ্যেই আবার

১৫ এপ্রিল কোনোরকম উদ্বোধন ছাড়ায় বালুরঘাট থেকে চালু হয় ওই ট্রেনটি। যেটি বালুরঘাট স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় বিকেল ৫ টা। সপ্তাহে প্রতিদিন চলাচল করে এটি। প্রথমদিকে ওই ট্রেনটি সময়মত এই স্টেশন থেকে ছেড়ে যেত। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ট্রেনটি অসময়ের রোগে ভুগতে শুরু করে। যা নিয়েই ক্ষোভ ছিল যাত্রীদের। এবার ওই ট্রেন থেকে তুলে নেওয়া হল একটি এসি থ্রি টায়ার এবং একটি ইকোনমিক্যাল এসি বগি। রেল সূত্রে খবর, মোট ২২ বগি নিয়ে চলাচল করে ওই ট্রেন। যার মধ্যে এসি বগি ছিল মোট ১০ টি। বাকি ১২ টি রয়েছে জেনারেল ও স্লিপার ক্লাস। কিন্তু এবার এসি করা হল ৮, স্লিপার ৬ এবং জেনারেল ৮ টি। দূরপাল্লার ট্রেনে এই এসি দুটি বগি কমানো নিয়েই বাড়ছে ক্ষোভ। শুক্রবার এই নতুন সিদ্ধান্তেই ওই ট্রেন চলাচল করে বলে জানানো হয়েছে একলাখি–বালুরঘাট রেল যাত্রী কল্যান ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির তরফে। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার আহবান করা হয়েছে সাধারণ মানুষ ও যাত্রীদের।

ভাঙনে গোটা মৌজার অস্তিত্ব সঙ্কটে

প্রথম পাতার পর

জমি নদী গর্ভে চলে গিয়েছে। মনে হচ্ছে বাকি ১৫ কাঠা জমিরও সব ধান বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবো না। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির অভিষেক দাস বলেন, অতীতে সুবিশাল এলাকা জুড়ে নারায়ণগঞ্জ মৌজা ছিল। নদীর ভাঙনের ফলে এখন এই এলাকা অনেকটাই ছোট হয়ে গিয়েছে। দুই কিলোমিটার লম্বা ও এক কিলোমিটার চওড়া দীর্ঘ অঞ্চল নদীগর্ভে বিলীন। বহু পরিবার এই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বাড়ি করেছেন। এই মৌজার বিপরীত দিকে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীতে একটি নতুন চরের সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে এই এলাকা ক্রমশঃ ভাঙছে। এছাড়াও প্রতিদিন হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর মাঝখানে নারায়ণগঞ্জের কাছাকাছি প্রায় ১০০টি করে বিদেশি পন্যবাহী জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে। যে কারণে এই অঞ্চলের উপকূলে নদীর স্রোত অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তাই নদীর ভাঙন আরও বেড়েছে। তবে এই বিষয়ে সুন্দর বন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, সেচ শেষ দপ্তরের মিটিংয়ে তিনি নারায়নগঞ্জের কথা জানিয়েছেন। খুব শীঘ্রই এই এলাকার মানুষ পেতে চলেছে কংক্রিটের নদী বাঁধ।

জঙ্গলে বসতে চলছে বাঘ সুমারির

প্রথম পাতার পর

গতবারের তুলনায় এবার এই সংখ্যায় কোনো হেরফের হয়নি। সব মিলিয়ে ৪১০০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের বাঘের সর্বক্ষণের গতিবিধি নজরবন্দি করবে এই ক্যামেরা। তাঁরা কোন এলাকায় বেশি ঘুরছে, কী করছে সব রেকর্ড হবে।

সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, জঙ্গলের একটা বড় অংশ ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হবে। বেশি সংখ্যক বাঘের ছবি যাতে ধরা পড়ে, তার জন্যই ৪৫ দিন জঙ্গলে রাখা থাকবে ক্যামেরা। উদাহারণ দিয়ে তিনি বলেন, হতেই পারে কোনও বাঘ ক্যামেরা বসানো জায়গায় ৩০ দিন এল না। পরে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে হাজির হল। তখন তাঁর ছবি ধরা পড়বে, তাছাড়া এই ক্যামেরা চালু হওয়ার পর থেকে ব্যাটারির আয়ু থাকে ৪৫ দিন পর্যন্ত।এই পুরো সময়টা কাজে লাগাতে চাইছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। আর গতবারের মতো এবারও মেছো বিড়াল, বুনো শুকর সহ অন্যান্য প্রাণীর ছবিও ধরা পড়বে এতে।পরে সেগুলিও পর্যালোচনা করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বনবিভাগ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন জঙ্গলে একসঙ্গেই এই শুমারির কাজ হবে বলে ঠিক হয়েছে।ক্যামেরা কীভাবে বসাতে হবে,সেজন্য বনকর্মীদের এক প্রস্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।সূত্রের খবর, ২১ নভেম্বর জঙ্গলে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করবেন বনকর্মীরা। ২৬ নভেম্বরের মধ্যে সেটা শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছবি তোলার কাজ চলবে। তবে এবার ছোট ছোট এলাকা ধরে ক্যামেরা বসানো হবে নাকি বড় এলাকা জুড়ে, সেজন্য একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং ডিএফও যৌথ ভাবে তা ঠিক করবে। বনবিভাগ সূত্রে জানা গেল, বাঘেদের খুনসুটি, কে কখন দৌড়ে শিকার করছে, শাবকদের নিয়ে মা বিশ্রাম নিচ্ছে,এসব আগের বার ধরা পড়েছিল।এবার ও আশা করা যাচ্ছে, আরও অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে।আর শীতের আগমনে বাঘ দর্শনের আশায় এখন পর্যটকরা।

ভুল রক্তের রিপোর্টের কারণে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে জাহাঙ্গীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি: কিডনির সমস্যার রোগীর রক্তের নমুনার ভুল রিপোর্টের অভিযোগ উঠলো ডায়মন্ড হারবারের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে। এরই জেরে দাতা জোগাড় করেও রক্তের নমুনার ভুল রিপোর্টের কারণে কিডনি না পেয়ে মরণাপন্ন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির রাজনগরের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর মোল্লা। কাঠগড়ায় ডায়মন্ড হারবারের বেসরকারি ডায়গনস্টিক সেন্টার। ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ রোগীর পরিবারের। পরিবার সূত্রে খবর, কুলপি রাজনগরের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর মোল্লা প্রায় ১ বছর কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। পরে চিকিৎসকরা জানান তার ২ কিডনি খারাপ হয়ে গেছে। ফলে তার ডায়ালিসিস চলছিল। এরই মাঝে পরিবারের লোকজন কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা করাতে ডায়মন্ড হারবারের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে। অভিযোগ সেই সময় রিপোর্টে রোগীর রক্তের নমুনা আসে বি পজিটিভ, সেভাবেই চলছিল চিকিৎসা। পরিবার তাদের শেষ সম্বল বিক্রি করে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকী একই রক্তের গ্রুপের কিডনি ডোনারও খুঁজে বের করেন। বিপত্তি ঘটে এর পরই। কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য পুনরায় অন্যত্র রক্তের নমুনা পরীক্ষা করলে দেখা যায় জাহাঙ্গীর মোল্লার রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ। এরপরেই সন্দেহর দাঁনা বাধে পরিবারের লোকজনের মনে। রক্তের গ্রুপের পরীক্ষা সঠিকভাবে জানতে পুনরায় বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে রোগীর পরিবারের লোকজনকে জানান তাদের রিপোর্ট সঠিক পরে পুনরায় নিজেরাই রক্তের নমুনা পরীক্ষা করলে জাহাঙ্গীর মোল্লা রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ আসে।

রক্তের গ্রুপ নির্বাচনে ভুল রিপোর্ট দেওয়াতে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য একই রক্তের গ্রুপের কিডনি ডোনার জোগাড় করেও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ভুল রিপোর্টের ফলেই শেষ পথে ডোনার হারিয়ে মরণাপন্ন জাহাঙ্গীর মোল্লা। এই ঘটনায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ঘটনার সঠিক তদন্ত চেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রোগীর পরিবারের লোকজন।

অন্যদিকে, বেসরকারি নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্তৃপক্ষ কার্যত স্বীকার করে নেন ওই ব্যক্তির রিপোর্ট তাদের ডায়গনস্টিক সেন্টার থেকে করা হয়েছে তবে আউটডোর স্যাম্পেল কালেকশন করে রক্তের রিপোর্ট করা হয়েছে বলে দায় এড়িয়ে যান। তবে কি ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির এমন গাফিলতির শিকার হবেন সাধারণ মানুষ? ঘটনায় ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের লোকজন।

গণেশ ঘোষ স্মরণ সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও বজবজ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষ গত ১৯ অক্টোবর ৯৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর স্মরণ সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হলো গত ১৭ নভেম্বর বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীতে। ভাবগম্ভীর এই স্মরণ সন্ধ্যায় গণেশবাবুর বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্মৃতিচারণা করেন স্থানীয় বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, কাউন্সিলর কৌশিক রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপক ঘোষ, কংগ্রেস নেতা সেখ সামাদ, বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী জয়দেব দাস, সাংবাদিক দীপক ঘোষ, পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত পি এ টু চেয়ারম্যান উমাপদ নায়ক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। গণেশবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শুভময় ও পুত্রবধূ কৃষ্ণা, ভাইপো স্মৃতি রঞ্জন ও মনোরঞ্জন স্মৃতিচারণা করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গণেশবাবুর মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে। সেইমতো তাঁর লেখকজীবনের বিভিন্ন সময়কার অনুলিখনের কাজ করেছেন যারা, সেই কুণাল মালিক, মধুসূদন বসু ও রঞ্জন পরামাণিক তাঁদের বক্তব্যে অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, স্মরণ সন্ধ্যায় বেশকিছু প্রস্তাব এসেছে। সে বিষয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। পরিবারের তরফে এদিন একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এটির সম্পাদনা করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অনিন্দ্য শঙ্কর মজুমদার। এদিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন সত্যরঞ্জন মন্ডল ও সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তী। কবিতা পাঠ করেন বৈশাখী গুহ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশীষ ঘোষ। স্মরণ সন্ধ্যাটি আয়োজন করে সাহচর্য চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং আমাদের বজবজ সাময়িক পত্রিকা।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন উত্তর দেবে কে

প্রথম পাতার পর

আলু পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে নবান্নের বৈঠকে বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর প্রশাসন নিয়েই অনেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেন, আলু–পেঁয়াজের দাম কেন বাড়ছে? এখন তো দেখছি রাজ্যের বাইরেও রপ্তানি করা হচ্ছে। কেন এটা আমাকে আগে জানানো হয়নি? আমি পাথরের টেন্ডার করতে বললেও বিএলএলআরও–রা তা করছে না কেন? বলেন, নিচু তলার পুলিশ কর্মী যারা এই সরকারকে ভালো বাসে না তারা বালি–পাথর–কয়লা পাচার রোধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, টাকা খাচ্ছে। বলে ছিলাম বেআইনি কয়লা খনি বন্ধ করতে। প্রশ্ন করেন, কেন ভূমি দপ্তর ব্যবস্থা নিচ্ছে না? তিনি ঘোষণা করেন, সিআইডিকে ঢেলে সাজানো হবে। এক কথায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই নিজের প্রশাসনের দিকে আঙ্গুল তুলেছেন। এমন সব প্রশ্ন করেছেন যেগুলি নিজের শোনার কথা। কে এগুলির উত্তর দেবে বা এই উত্তর কার জানা আছে সেটাই বোঝা গেল না।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাই মমতার স্টাইল। তিনি নিজেই বিরোধীদের মত প্রশ্ন করেন আর তার উত্তর চান। বিরোধীরা যত কটাক্ষই করুক না কেন এই স্টাইলের মোকাবিলা তারা করে উঠতে পারছেন না। তবে অতীত অভিজ্ঞতা বলছে দু এক দিন আলুর দাম কমলেও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনে তেমন কিছুই পরিবর্তন হবে না। যেমন চলছে তেমনই চলবে। উত্তর আর মিলবে না।

আক্রান্ত নার্স

প্রথম পাতার পর

তাকে বসতে বলি প্রেসার মাপবো বলে। তখন তৃণমূল কাউন্সিলর শেখ নাজিরউদ্দিন আমাকে অশ্লীল গালিগালাজ করে মারধর করে ও হাত ধরে টানাটানি পর্যন্ত করে। আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফোন করা হলে প্রশ্ন শুনে ফোন কেটে দেন দুবরাজপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সালমান মণ্ডল। পরে আর ফোনও করেননি। বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ি বলেন, এইধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। পুলিশকে জানিয়েছি। আমরা ঘটনার তদন্ত করছি। মঙ্গলবার রাতে সাতটি অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসে হাসপাতাল চত্বরে। যেখানে ছবি ক্যাপচারের পাশাপাশি সাইন্ড ক্যাপচার হবে। বুধবার দুবরাজপুর আদালতে গোপন জবানবন্দি দেন আক্রান্ত নার্স।

দেহদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন নাট্যব্যক্তিত্ব গৌরিশঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যজুড়ে মরণোত্তর দেহদান আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনে শামিল হয়ে অনেকেই মরণোত্তর দেহদান, অঙ্গদান করে মুমূর্ষুদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। অঙ্গদানের সেই তালিকায় মঙ্গলবার সংযোজিত হয়েছে প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব অভিনেতা মনোজ মিত্রের নামও। এদিন প্রবীণ অভিনেতার মৃত্যুর পর তাঁর দু"টি চোখই কোনও দুই ব্যক্তির দৃষ্টি ফেরানোর উদ্দেশ্যে দান করে দেওয়া হয়েছে। মরণোত্তর দেহদানের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অনেকেই কাজ করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। আন্দোলনে সঙ্গী হয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী–কবি করবী মুখোপাধ্যায়ও। সাংস্কৃতিক জগতের এই দম্পতি স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্টই ছাপ রেখেছেন। একইসঙ্গে মরণোত্তর দেহদানের মতো পূণ্যকর্মে নিজেরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে প্রথিতযশা এই দম্পতি সুশীল সমাজের নজর কেড়ে নিয়েছেন। দেশের নাট্যচর্চায় অগ্রণী তথা গ্রুপ থিয়েটার জগতে সাতাত্তর বর্ষ প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বহুরূপী"। কলকাতার অহংকার বহরূপী ভারতের নাট্যচর্চা জগতে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানে বিরাজ করছেন তিয়াত্তর বছর বয়সী গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি জন্মসূত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের ভূমিপুত্র হলেও কর্ম গুণে বর্তমানে রাজ্যের নাট্যচর্চা জগতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

আমতার স্কুলে পুলিশের সচেতনতার ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ নভেম্বর হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ বিভাগের উদ্যোগে আমতা থানার ব্যবস্থাপনায় আমতা পানপুর শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল স্বয়ংসিদ্ধা ও সাইবার ক্রাইম সচেতনতার ক্লাস। প্রারম্ভিক ক্লাসে থানার ওসি অজয় কুমার সিং স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে অজয়বাবু ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা করে স্বনির্ভর ও সাফল্যের উদাহরণ স্বরূপ নানা দিক তুলে ধরেন। আমতার সার্কেল ইন্সপেক্টর অব পুলিশ অমিয় কুমার ঘোষ ডিপফেক,ডিজিটাল অ্যারেস্ট সহ নিত্য নতুন সাইবার ক্রাইমের অভিজ্ঞতার নিরিখে পর্যালোচনা করেন।

সংস্কার হয়নি আমতলা–চড়িয়াল রাস্তা

প্রথম পাতার পর

ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি সুফল ঘাঁটু এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার দাবি করছি। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা দিয়ে ৬ কিমি রাস্তা সংস্কার করা হবে। কিন্তু কবে হবে সেই কাজ? ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের জন্যই কি দেরি করা হচ্ছে? অন্যদিকে বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। বিশেষ করে চকমানিক, বড়পোল, বিড়লার মোর, গোবরঝুড়ি পোলের কাছে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, 'বিরোধীরা সমস্তকিছু না জেনে সমালোচনা করছেন। ভালোভাবে এবং স্থায়ীভাবে কোনও কাজ করতে গেলে তার একটা পরিকল্পনা করা দরকার। আমাদের মানবিক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি মানুষের কথা ভেবে বিনারণ দত্ত রোড সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন। অনেকেই জানেন না ইতিমধ্যেই রাস্তা সংস্কারের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। বিবিরহাট এলাকায় গাছ কেটে রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে এবং রাবিসও ফেলা হচ্ছে। আমতলা থেকে জয়রামপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তা ৩০ ফুট চওড়া হবে। তারপর থেকে বাকি রাস্তা ২৪ ফুট চওড়া হবে। এরপরেও ড্রেন এবং ফুটপাত থাকবে। সমস্ত রাস্তাটাই পেপার ব্লকে হবে। রাস্তা সংস্কারের জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার। বিরোধীদের আমার আবেদন আপনারাও মাঠে নামুন যাতে সাধারণ মানুষ রাস্তা প্রশস্ত করতে সহযোগিতা করে। অন্যদিকে, বিধাযক মোহনচন্দ্র নস্কর বলেন, বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারেও পূর্ত দপ্তর শীঘ্রই তৎপর হবে।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই চলছে সরকার

প্রথম পাতার পর

তবে বর্তমানে এলাকাবাসীদের সাহায্য নিয়ে বেশ কিছুটা নিজেই পরিষ্কার করে লাইব্রেরীতে বসছেন। তবে লাইব্রেরী খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বইপ্রেমী মানুষেরা আবারও ভিড় জমাচ্ছে লাইব্রেরীতে। তবে বর্ষা আসলেই হু হু করে জল পড়তে থাকে যার ফলে আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান সেই বইগুলো। বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্লক প্রশাসনের কাছেও জানিয়েছেন। তারা আশ্বাস দিয়েছে শীঘ্রই এই লাইব্রেরীর মেরামত করা হবে।'

লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট সুবীর বোস জানান, যদি লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে একজন পিয়নকে দেওয়া হয় তাহলে লাইব্রেরীটাকে ভালো করে পরিচর্যা করা যাবে। অনেক মূল্যবান বই আমাদের এখানে ছিল এগুলো এখন সমস্তটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে সরকার যত তাড়াতাড়ি ওই লাইব্রেরীটাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে তত তাড়াতাড়ি বাঁচানো যাবে।

অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লক উন্নয়নের আধিকারিক শেখ দিন ইসলাম জানান, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে এসডিও সাহেবের সাথে কথা বলেছি ওনাদের একাউন্টের এবং ম্যানেজমেন্টের বেশ কিছু প্রবলেমের জন্য কাজটা আটকে রয়েছে তবে খুব শীঘ্রই এই লাইব্রেরীকে সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হবে।'

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় বলেন, আমাদের জেলায় দীর্ঘদিন ধরে অনেক লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আমরা বেশকিছু লাইব্রেরী খুলে নতুন একটা উদ্যোগ নিয়েছি। হয়তো অনেক লাইব্রেরী বেহাল দশায় আছে ঠিকই, একটু সময় দিন সব লাইব্রেরীর সংস্কার করে দেওয়া হবে।

আবাস প্রকল্পে বঞ্চনা, প্রান্তিক স্তরে চড়ছে ক্ষোভের পারদ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : সরকারি গৃহনির্মাণ প্রকল্পে দিকে দিকে বঞ্চনার অভিযোগ উঠছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যথেষ্টই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হচ্ছে প্রশাসন সহ রাজ্য সরকারকে। এবিষয়ে রাজ্যের প্রান্তিক শ্রেণীর বঞ্চিত পরিবারগুলিতে চড়ছে ক্ষোভের পারদ। সরকারি আবাস বন্টনে বেনিয়মের গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষজন প্রায়শঃই হাজির হচ্ছেন সরকারি আধিকারিকের দরবারে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন একটি গুরুতর অভিযোগকে হাতিয়ার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় মুখর। হতদরিদ্র বঞ্চিতদের রাশি রাশি অভিযোগের ধাক্কায় নাস্তানাবুদ সরকারি আধিকারিকরা। এমনকি, কোনও কোনও আধিকারিককে বেগতিক পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে সামাল দিতে অভিনব পন্থার শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। আধিকারিকরা নাকি নিজের কাঁধ থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে ক্ষুব্ধ মানুষদের হাতে নবান্ন–এর নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বর তুলে দিয়ে যোগাযোগ করতে পরামর্শও দিচ্ছেন।

রাজ্যজুড়ে এমনই পরিস্থিতির আরও একটি ছবি উঠে এল পূর্ব বর্ধমান জেলায়। রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত এই জেলার সীমান্তবর্তী কালনা–১নং ব্লকের নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের আশ্রমপাড়া, ঘুঘুডাঙা, নতুনগ্রাম প্রভৃতি এলাকার অসংখ্য দরিদ্র পরিবার সরকারি আবাস প্রকল্পে বঞ্চনার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দিন আনা দিন খাওয়া এই পরিবারগুলির কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকার মতো ঠাঁই রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার বলে সরকারি আবাস প্রাপকের তালিকায় ওই দরিদ্র পরিবারগুলিরও নাম উঠেছিল। তারপর দু'বছর ধরে পার্শ্ববর্তী ভাগীরথী নদীর বুকের ওপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেলেও দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য সরকারি প্রকল্পে পাকা ঘর জোটেনি। শুধু তাই নয়, সরকারি আবাসের তালিকা থেকেই নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যোগ্য পরিবারগুলির নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সরকারি আবাস প্রকল্পে বঞ্চিত বাসিন্দারা ২০ নভেম্বর বুধবার কালনা–১ বিডিও অফিসে গিয়ে এবিষয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করে অবিলম্বে সুরাহার দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাদের বঞ্চিত করে সরকারি তালিকায় এমন অনেককে ঘর পাইয়ে দেওয়া হয়েছে যাদের আগে থেকেই মোজাইক, মার্বেল বসানো পাকা বাড়িঘর রয়েছে। অথচ কোনওরকমে পেট চললেও তাঁদের নামগুলিই সরকারি আবাসের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েই এই আবাস তালিকায় অসংখ্য বেনিয়ম হয়েছে। অনেক জায়গায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা প্রভাব খাটিয়ে সরকারি আবাস প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন। পরবর্তীতে সেইসব ঘরের একাংশ গোডাউনে পরিণত হয়েছে। এমনকি, শাসকদলের জনপ্রতিনিধির পাকাবাড়ির ছাদেও সরকারি প্রকল্পের ঘর তৈরি হয়েছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। সিপিএম, বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সরকারি আবাস প্রকল্পের তালিকা তৈরি নিয়ে ব্যাপক বেনিয়ম হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পরিচালিত পৌরসভা, পঞ্চায়েতগুলিতে। অসংখ্য দরিদ্র সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে শাসকদলের নেতা ও তাঁদের মদতপুষ্ট ব্যক্তিরা অবৈধভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন। বিরোধীরা এই বেনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি যথাযথ তদন্তের দাবিতেও সরব।

শক্তিশালী যুব সম্প্রদায় গঠনে 'বিকশিত ভারত'

প্রিয়ম গুহ, কলকাতা : ভারত সরকারের ক্রীড়া এবং যুব বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাই ভারত ডিজিটাল প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত নামে এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, ইয়ং লিডার ডায়লগ এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যগুলি হল স্থানীয় প্রতিভাধান যুব নেতৃত্বের সন্ধান করা এবং তার বিকাশ ঘটানো। এবিষয়ে ২১ নভেম্বর স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিকশিত ভারত অনুষ্ঠানের উপর বক্তব্য রাখেন, নেহেরু যুব কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের নির্দেশক অশোক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাই কলকাতার নির্দেশক সত্যজিৎ সাংকৃত, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলের অভিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী, এনএসএসের আঞ্চলিক নির্দেশক বিনয় কুমার, সাইয়ের অ্যাকাডেমিক প্রধান গুণধর মণ্ডল এবং সাই কলকাতার অতিরিক্ত নির্দেশক রুমা শিবাঙ্গী।

অশোকবাবু জানান, এর মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতামত বিনিময় সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায় অনুষ্ঠিত হবে বিকশিত ভারত কুইজ প্রতিযোগিতা। যেকোনো ব্যক্তি ২৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ২৫ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত এই কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় স্তরে প্রথম পর্যায়ের কৃতকার্যের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন ১০ টি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর রচনা বা ব্লগ লিখতে হবে এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল 'বিকশিত ভারত নির্মাণে প্রযুক্তির অবদান'। এবং শক্তিশালী যুব সম্প্রদায়ের গঠন করা ইত্যাদি বিষয়ে তৃতীয় স্তরে চাক্ষুষ উপস্থিতির মাধ্যমে রাজ্যস্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ের উত্তীর্ণ প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই পর্যায়ে প্রতিযোগীরা তাদের নির্বাচিত বিষয়গুলি উপস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় স্তরে নির্বাচিত হবার সুযোগ পেয়ে যাবেন। চতুর্থ স্তর অর্থাৎ রাজ্যস্তরের বিষয়ভিত্তিক দলগুলি ১১ এবং ১২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় যুব উৎসবের অংশগ্রহণ করতে পারবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে ভারত মণ্ডপমে। মাই ভারত পোর্টালের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে ইচ্ছুক প্রতিযোগিরা। ছবি : প্রীতম দাস

অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখতে ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

ভেঙে পড়ল বন্ধ কারখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এন্টালি থানা এলাকার ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের কনভেন্ট রোডে ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় একটি পরিত্যক্ত কারখানার একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটায় দুজনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা নিয়ে ১৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় পৌরভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এন্টালির কনভেন্ট রোডের ওই বাড়িটি একটি বন্ধ কারখানা। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ওখানে কারখানা নেই বলে শিল্পদপ্তর থেকে এনওসি আনলেও দুর্ঘটনাটি ঘটার পর সব জানা গেল। এই ধরনের দুর্ঘটনা রুখতে আইন আনা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। মেয়র আরো বলেন, এন্টালি ঘটনায় বিপজ্জনক বাড়ির লিস্টে এই বাড়িটি ছিল না। এটা পুরনো, বন্ধ হওয়া কারখানা। ৪০ বছর আগে কারখানাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেআইনি নির্মাণ আটকানো পৌরপ্রতিনিধিদের কাজ নয়। পৌর মহাধ্যক্ষ ও পৌরসংস্থার আধিকারিকেরা বেআইনি নির্মাণ আটকানোর দায়িত্বে রয়েছেন।

ট্রাঞ্চ টুয়ের কাজ ফেব্রুয়ারিতে শুরু

বরুণ মণ্ডল : কলকাতায় কেইআইআইপির বর্তমানে চালু সব কটি প্রজেক্ট নিয়ে এবং যেসব এলাকায় নতুন করে কেইআইআইপির কাজ হবে সেখানকার পৌরপ্রতিনিধি ও বরো চেয়ারম্যানদের নিয়ে এবং পৌরসংস্থার সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে যেহেতু কেইআইআইপি কাজ করার পর সেগুলি হ্যান্ডওভার করবে কলকাতা পৌরসংস্থাকে। তাই যারা হ্যান্ড ওভার নেবেন, সেটা ওয়াটার সাপ্লাই হোক বা ড্রেনেজ অ্যান্ড সুয়্যারেজ হোক, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এমন সব আধিকারিকদের নিয়ে ১৮ নভেম্বর মহানাগরিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। এই সভায় কেইআইআইপির প্রকল্পের ট্রাঞ্চ–টু–এর যে কাজটা ২০১৯ সালে শেষ ওয়ার কথা ছিল, সেখানে তিনটি কাজ আন–ন্যাচারালভাবে আটকে রয়েছে। এর আগেও মহানাগরিক কেইআইআইপির আধিকারিকদের নিয়ে ২ মিটিং করেছেন, সেখানে তারা কখনও বলেছিল ২০১৯ সালে শেষ করবে। কখনো বলেছিল ২০২২ সালে শেষ করবে। তারা আজও সে কাজ শেষ করতে পারেনি। আপাতত, ওই কাজগুলির বিষয়ে ডিসেম্বর – ২০২৪ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। যদি তারা তা না করতে পারে, তবে ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেওয়া হবে। তাতে কেইআইআইপির টাকা চলে যায় চলে যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আর কষ্ট দেওয়া যাবে না। কাজের এই ঢিলেমির জন্য ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুঁদঘাটে ২ অক্টোবর সকালে রাস্তাতে এক দুর্ঘটনায় একটি ছোটো ছেলে মারা যায়। তারপর কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সব রাস্তা পৌরসংস্থা ঠিক করে দেবে। কেইআইআইপির জন্য আর অপেক্ষা করা হবে না।

এদিন ট্রাঞ্চ–থ্রি কেইআইআইপির নতুন এই প্রকল্পটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেমন ১০৮ – ১০৯, ১২৬–১২৭, ১৩৮–১৪১, ১৪২–১৪৩ এই ১০টি ওয়ার্ডে নতুনরূপে কেইআইআইপি কাজ হবে। এই ওয়ার্ডগুলিতে আজ পর্যন্ত এই ধরনের কোনও কাজ হয়নি। নতুন যে ২০০ মিলিয়নের প্রজেক্টটা আসছে। সেটা নতুন কাজ করা হবে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজটা চালু হবে।

তাতে কেইআইআইপির কাজে আগের যা ভুল হয়েছে। সেখানে কেইআইআইপিকে আলাদা একটা সংস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের মতো করে কাজ করছিল। এবার তা হবে না, স্কিম করার থেকে শুরু করে, কেইআইআইপির আধিকারিকরা কলকাতা পৌরসংস্থার অধিকারিকদের কাজটা বুঝিয়ে দেবে কী কাজ হচ্ছে। ডিজি(সিভিল) পি.কে দুঁয়া কলকাতা পৌরসংস্থা ও কেইআইআইপির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা বুঝে নেবেন। বর্তমানে হাউস কানেকশন কলকাতা পৌরসংস্থা করবে এবং নিজেদের ফান্ড দিয়ে করবে। এখন কলকাতা পৌরসংস্থা ও কেইআইআইপিকে একসঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আগামীদিনে কেইআইআইপির যা কাজ হবে, এভাবে হবে। এবং ডিজি ড্রেনেজ, ডিজি ওয়াটার সাপ্লাই এদের সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে সভা করা হয়। কাজের সময় এক্সটেনশনের জন্য ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় অর্থের সমস্যা হচ্ছে, সেখানে বলা হয়েছে, সব বাদ দিন বাকি কাজটা কলকাতা পৌরসংস্থা করে দেবে। ডিসেম্বরের পর ট্রাঞ্চ–টু–এর আর কোনও কাজ হবে না। বাকি থাকা কাজ কলকাতা পৌরসংস্থা করবে। বাকি রয়েছে ১১১–১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন ও জলের কাজ। কিন্তু কেইআইআইপিকে ট্রাঞ্চ–টু–এর জন্য আর নতুন করে সময় দেওয়া সম্ভব নয়।

নকল থেকে সাবধান

সুমন সরদার : ভারতবর্ষকে শুরু থেকেই মানুষ বৈচিত্র্যের দেশ বলেই জানে। এই দেশেরই একটি অতি প্রাচীন ধর্ম হল সনাতন যা কাল ক্রমে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত। এই ধর্ম বিখ্যাত তার জ্ঞান ও জীবনযাপনের মাগদর্শন এবং এই জ্ঞানের ধারক ও বাহক হলেন এই ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীরা। তাই এই হিন্দু ধর্মকে স্মরণ করা লোকেদের কাছে এই সিদ্ধ পুরুষ বা সাধুদের মাহাত্ম্য অনেকটাই বেশি। তবে সময়ের টানাপোড়নের ফাঁকে এই সাধু সন্ন্যাসীরা নিজেদের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। এবং এই ফাঁক বুঝেই সাধুর বেশে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসছেন কিছু ঠকবাজ ও জোচ্চোর। সম্প্রতি এমনই কিছু ঠকবাজের দেখা মিলল কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। পরনে গেরুয়া বস্ত্র, নাকে ও কপালে চন্দনের তিলক, হাতে একটি স্টিলের ক্যান ও চোখে করুন দৃষ্টি। আপনাকে দেখেই তারা জয় শ্রীরাম বলে সম্বোধন করবে। যখনই আপনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন তখনই প্রথমে কিছু খাবার, তারপরে জামা কাপড়, ধীরে ধীরে মোটা অঙ্কের টাকার দাবি আসবে। তবে আপনি যদি তাদের চেপে ধরেন তাহলে লক্ষ্য করবেন হিন্দু ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র, রামের পুরো নাম, নিজের ঠিকানা ও নিজের বাবার নাম কোনটাই তারা ঠিকভাবে বলতে পারবে না। তারা যখন বুঝতে পারবে যে তারা ধরা পড়ে গেছে তখন তারা আমরা গরিব এবং খেতে পাই না বলে পালানোর চেষ্টা করবে। তবে সাধু সেজেই কেন? ভিক্ষে তো সাধারণ পোশাকেও করা যায়। তারা বুঝতে পেরেছে সাধু বেশে লোক ঠকানো সোজা।

সংস্কার হবে নিউমার্কেটের

নিজস্ব প্রতিনিধি : হক মার্কেট বা নিউ মার্কেট সংস্কারের কাজ শুরু করবে কলকাতা পৌরসংস্থা। প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো এই বাজারের সংস্কারের কাজে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ প্রযুক্তিগত সাহায্য সহযোগিতা করবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কলকাতা পৌরসংস্থা এই বাজার সংস্কারের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্টও তৈরি করেছে। ভূমিকম্পের কারণে বাজারের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী কাঠামো যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রেখেই সংস্কার হবে। এজন্য ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সংস্কারের কাজ আগামী বছরে শুরু হবে। ইতিমধ্যে নিউমার্কেট সংস্কারের কাজের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ১৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। সংস্কার বাবদ পরে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আরও অর্থ পাওয়া যাবে বলে বাজার দপ্তর সূত্রে খবর।

সরছে বিধান মার্কেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্য কলকাতা মেট্রো রেলের প্রস্তাব মেনে মধ্য কলকাতার ধর্মতলার প্রাচীন বিধান মার্কেটটি সরিয়ে নেওয়ার পক্ষ দিয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের মধ্যে বৈঠকও হয়েছে। ধর্মতলার বিধান মার্কেট ও এল–২০ বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৪ হাজার বর্গ মিটার এলাকা চিহ্নিত করেছে। জানুয়ারি মাসের শেষে নয়া জায়গায় বিধান মার্কেট সরানো হবে বলে সূত্রের খবর। বেহালার জোকা–এসপ্ল্যানেড মেট্রো লাইন এখানে এসে সেক্টর ফাইভ–হাওড়া ময়দান মেট্রোর সঙ্গে মিলিত হবে। যাত্রীরা জোকা মেট্রো থেকে নেমে হাওড়া ময়দান মেট্রোয় সহজেই উঠতে পারবে। এসপ্ল্যানেড ইস্ট রোডের(সিধু কানহু ডহর) কাছেই হবে বিধান মার্কেটের দোকানঘর। দোতলা বিল্ডিং হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যয়ে নয়া বাজার ও বাস স্ট্যান্ড তৈরি করে দেবে।

বার্তা

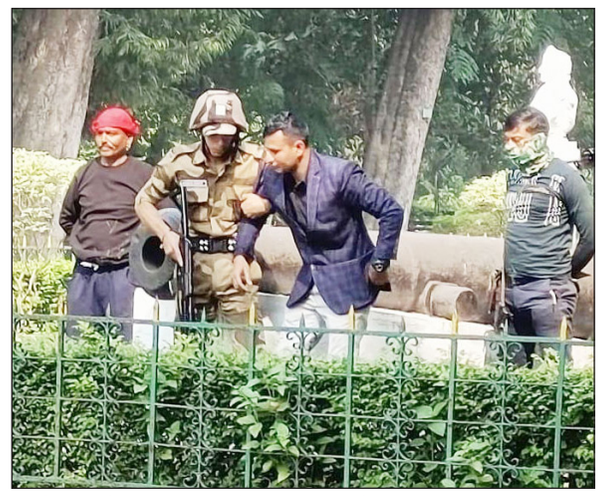

প্রস্তুতি : জঙ্গি হামলা মোকাবিলার কৌশল নিয়ে মহড়া চলছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল চত্বরে।

বিকল্পের সন্ধানে : বস্ত্র তৈরিতে তুলোর ব্যবহার ৪০ শতাংশ কমিয়ে সেখানে পাট এবং বাঁশের তন্তুর ব্যবহার বাড়াতে আলোচনা হল তারাতলার ইন্ডিয়ান জুট ইন্ডাস্ট্রিস রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে। বস্ত্র বিজ্ঞানীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

আপকা ভারত, জাগতা বেঙ্গল : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে সিভি আনন্দ বোসের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা যাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয় এক অঙ্কন কর্মশালা। অংশগ্রহণ করে পূর্ব মেদিনীপুরের জেকে পাবলিক স্কুলের পড়ুয়ারা।
ছবি : অরুণ লোধ

মাঙ্গলিকী

পত্রলিখন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বাংলা ভাষাচর্চা পাঠ্য বইয়ের নির্মিত অংশে পত্রলিখন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৪ নভেম্বর জাতীয় শিশু দিবসে বেহালাস্থিত স্বনামধন্য শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রের উদ্যোগে মহেশতলার গণিপুর হাই স্কুলের (উ.মা.) অডিটোরিয়াম বসে শারদোৎসবের দিনগুলি তুমি কেমনভাবে কাটালে, তা জানিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজনিজ বন্ধুকে একটি পত্র লিখন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বর্তমান সময়ের ছাত্রছাত্রীরা পত্রলিখনে অনভ্যস্ত হলেও ভীষণরকম আগ্রহী। দেখা গেল তারা কিন্তু বেশ সুন্দর লিখেছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারকের আসনে ছিলেন রাজ্যের শিক্ষারত্ন শিক্ষক রসায়নবিদ ড. আশুতোষ দত্ত। সঙ্গে ছিলেন সমাজকর্মী গৌতম গুহ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ড. পল্লব কুমার দত্ত ও ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক। দ্বিতীয় পর্বে নৃত্যানুষ্ঠানে গুরু শ্রাবন্তী রায়ের পরিচালনায় একাধিক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশনায় ছিলেন সুচন্দ্রা, নেহা, ডোনা, অঙ্কিতা, সমাদৃতা, নৈত্রীকা, ঐশিকা ও সৌনক। সহযোগী উদ্যোগী 'মন্ত্রস ফাউন্ডেশন ও অ্যানিমেল পিপলস অ্যালায়েন্স কলকাতা।

বোল্লা রক্ষাকালী মাতাকে নিয়ে গান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: চলতি মাসের ২২ নভেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শতাব্দী প্রাচীন বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজো উপলক্ষ্যে বোল্লা রক্ষাকালী মাতাকে নিয়ে গান গাইলেন কোলকাতা পুলিশে কর্মরত উৎপল ঘোষ। কোলকাতা পুলিশে কর্মরত দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের সৈয়দপুর গ্রামের বাসিন্দা উৎপল ঘোষ জানিয়েছেন, ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার এই গানটি ইউটিউবে রিলিজ হওয়ায় আমরা স্বপ্ন পূরণ হল। গানটির সুরকার ও গীতিকার রাজু রায়। তিনিও একজন পুলিশকর্মী যার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে। পুলিশের চাকরি মানেই কর্মব্যস্ততা। তার মাঝে মায়ের

মহিমাকে আরো অসংখ্য মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে আমাদের এই প্রয়াস। গানটির মিউজিক ডিরেক্টর সন্তু দাস এবং রেকর্ডিস্ট দুর্গা প্রসাদ। কোলকাতার টালিগঞ্জে রাধা সুদর্শন মিউজিক থেকে গানটি রেকড করা হয়েছে। জয় বোল্লা মা আশাকরি সবার ভালো লাগবে।

অঙ্কনে দিশার আলো দেখাচ্ছেন ক্যানিংয়ের কানাই

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : অঙ্কনে দিশার আলো দেখাচ্ছেন ক্যানিংয়ের কানাইলাল ঘোষ। কর্মসংস্থানের সুযোগের পাশাপাশি শিশুদেরকে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলছেন। যা এক অনবদ্য কর্মযজ্ঞ। শিক্ষাগুরু অশোক কর্মকারের কাছ থেকে অঙ্কন শিখেছিলেন কানাই। এরপর অঙ্কনে বেশ পারদর্শী হওয়ায় এলাকায় নাম যশ বাড়ে। পরবর্তীতে এলাকার ছেলে মেয়েদের আঁকা শিখিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষগড়ার কাজ শুরু করেন। গত ২০ বছর আগে ৩–৪জন ক্ষুদেকে নিয়ে ছোট্ট একটি অঙ্কনের পাঠশালা খুলেছিলেন।

সেখানে বিনাব্যয়ে অঙ্কন প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। প্রথম দিকে অনেকেই হাসিঠাট্টা করলেও সেসব কথায় কান না দিয়ে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। বর্তমানে প্রায় তিনশোর অধিক ছাত্রছাত্রীকে অঙ্কন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তাদের কাছ থেকে সামান্য সাম্মানিক নেন এবং ৫০জন সহ এলাকার দরিদ্র পরিবার ছেলেমেয়েদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে আঁকার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে বেশকিছু ছাত্রছাত্রী বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি যাতে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হয়, তারজন্য প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগীতার আয়োজন করেন। গত রবিবার দুপুরে গৌড়দহের বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু ডাক্তারের বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছিল অঙ্কন এক প্রতিযোগীতা। তালদি, ঘুটিয়ারী শরীফ, বেতবেড়িয়া, গৌড়দহ, পিয়ালি, চম্পাহাটী সহ বিভিন্ন এলাকার ২৮০ জন অঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের আকাঁ ছবির গুণগত মান নির্বাচন করা হবে। তারা যাতে জেলা, রাজ্য, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় তাদের ছবি তুলে ধরতে পারে সেই প্রচেষ্টা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় অঙ্কন আর্ট স্কুলের শিক্ষক কানাইলাল ঘোষ। এদিন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক সমীর মণ্ডল, দেবীকা নস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন অঙ্কন প্রতিযোগীতায় রাখী রপ্তান, স্নেহাশীষ বিশ্বাস, জিশান নস্কর, আরিফা খাতুন, মারুফা খাতুন, সুমন বিশ্বাসদের মতো কচিকাঁচারা অংশগ্রহণ করে ছবি একেঁ শিক্ষক কানাই লাল ঘোষের হাতে তুলে দেয়। শিক্ষক কানাই লাল ঘোষের এমন উদ্যোগ আগামীদিনে কর্মসংস্থানের পথ অনেকাংশ প্রশস্ত হবে বলে আশাবাদী সমাজসেবী শিক্ষক সমীর মণ্ডল।

গোবরডাঙায় ফিটা'র উদ্যোগে নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফোরাম ফর ইনটিমেট থিয়েটার এক্টিভিট অর্থাৎ ফিটা'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একদিনের অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার থিয়েটার স্পেসে এই উৎসবে ফিটা'র ৪টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা বিভবন প্রযোজনা অন্যপথ, নির্দেশনা সুপ্রিয় সমাজদার। খরদা থিয়েটার জোন প্রযোজনা অর্পণ, নির্দেশনা তপন দাস। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রযোজনা বলাই, নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। এবং দমদম চক্রবাক প্রযোজনা ভয়, নির্দেশনা সঞ্জয় চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে ৪জন পরিচালক, ফিটা'র উদ্দেশ্য ও কাজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। থিয়েটারের একটি স্বতন্ত্র ধারা, অন্তরঙ্গ প্রতিটি নাটক উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এই ফোরাম অন্তরঙ্গ নাটক নিয়ে কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। প্রতিটি নাটক শেষে ফিটা'র পক্ষ থেকে প্রত্যেক দলের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

জেনেসিস বার্তা পত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশ

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ৯ নভেম্বর শনিবার জেনেসিস বার্তা পত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হল বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন বাংলা ছবির প্রখ্যাত অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন লেখিকা তুলিকা মজুমদার, লেখিকা পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট লেখক পার্থ সরকার। এরা সম্মিলিতভাবে উদ্বোধন করলেন পূজা সংখ্যাটির। প্রত্যেকে তাঁদের বক্তব্য রাখলেন। প্রায় ৬৫ জন লেখক লেখিকার লেখায় সমৃদ্ধ এই পূজা সংখ্যাটির অপূর্ব প্রচ্ছদ করেছেন অঙ্কন সাহা। সম্পাদক অনিন্দ্য ঘোষ ও সহ সম্পাদিকা কৌশিকী দাশগুপ্ত পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। সুশান্ত দাশগুপ্ত, বিপ্র দাশগুপ্ত, অঞ্জন পাল, সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, অরিত্রি বসাকের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পারমিতা চক্রবর্তী।

দমদমে যুগবিম্ব পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দমদমে মতিঝিলের সন্নিকটে কিশোর ভারতী স্কুলে 'যুগবিম্ব' পত্রিকার ৩১ বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা উদ্বোধন করেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট কবি– সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন পত্রিকার উপদেষ্টা অধ্যাপক অনিলকুমার রায় ও পত্রিকা সম্পাদক সাহিত্যিক প্রতিমা ঘোষ সহ ২ জন সংবর্ধনা প্রাপক সাহিত্যিক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ও দমদম ব্রতচারী নায়ক মণ্ডলীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দিলীপ কুমার মজুমদার। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবা রায়। বাসুদেববাবু বলেন, দমদমে লর্ড ক্লাইভের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আপনারা সকলেই জানেন, গোবরডাঙায় বহুগুণী মানুষের জন্মস্থান। এখানকার সন্তান শ্রীশচীন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহধন্য ছাত্র। এখানকার প্রথম ভূতত্ত্ববিদ প্রথমনাথ বসু যিনি জামশেদপুরে টাটা কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বোন হাসিরাশি দেবী, নজরুল গীতির সুরকার জগৎ ঘটক ও নিতাই ঘটক এই গোবরডাঙারই মানুষ। বক্তব্যে অভিযানবাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনেক অজানা তথ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। দিলীপবাবু বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব তুলে ধরতে শিশুসহ অভিভাবকদের ও সাহিত্য সভায় আসার আহ্বান জানান। শিশুশিল্পী আরাত্রিকা কুণ্ডু ও অনিষা পাইক এবং সঙ্গীতে অনির্বান বিশ্বাসকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন অসীম চৌধুরি, স্বপ্না দত্ত, রেবা রায়, অজিত কুমার দে, অনুপম চক্রবর্তী, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণালী মণ্ডল, মিতা বিশ্বাস, অহনা রায়, টুম্পা রায় প্রমুখ। সহযোগীতায় বিশ্বনাথ সাহা রায় এবং সঞ্চালনায় ছিলেন অরুণকুমার কুণ্ডু।

জয় জোহার

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়

রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ৪০টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের হিতার্থে ২০১১ সাল থেকে নানাবিধ কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিবিড়ভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে পৃথক আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর গঠন করা হয়েছে।

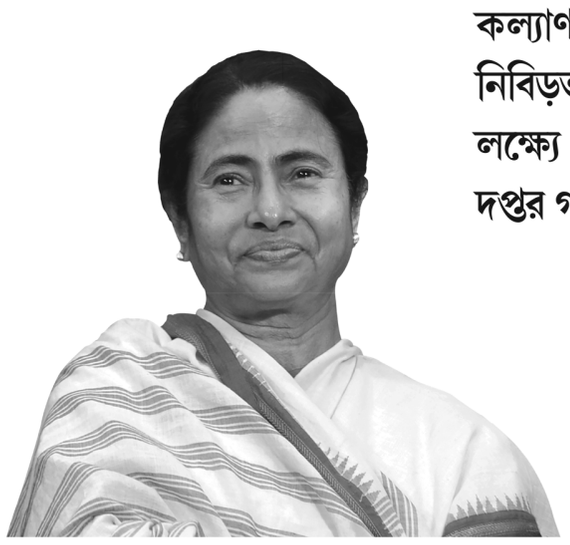

আদিবাসী দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২০১০–১১ এর তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বেড়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প:

- "জয় জোহার" প্রকল্পের আওতায় ২,৯৩,৬৪৮ জন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ পেনশন বাবদ প্রায় ১,৫৪৪ কোটি টাকা পেয়েছেন।
- পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বসবাসকারী ১৮-৬০ বছর বয়সি কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রায় ৩৫,৩৯৫ জন সংগ্রহকারীর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ১,২৩৯ জন প্রায় ৬.৪৬ কোটি টাকার সাহায্য পেয়েছেন। এই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসার সুবিধা, গর্ভাবস্থার সুবিধা, মৃত্যুর পর আর্থিক অনুদান ও দুর্ঘটনা-জনিত আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।
- এ ছাড়াও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে কেন্দু পাতা কেনার দাম প্রতি চাটা (২.৫ কেজি) ৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭০ টাকা করা হয়েছে, যার ফলে এই জীবিকানির্বাহের মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ:

- ১৩৫৬টি মাঝি থান ও ৭২১টি জাহের থানের উন্নয়নসাধন।
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সারি ও সারনা ধর্মের প্রস্তাবনা পাশ।
- এ পর্যন্ত উপজাতি-সাংস্কৃতিক দলকে ৫,৮০০-টিরও বেশি ধামসা-মাদল বিতরণ করা হয়েছে।
- আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রতিবছর ৩০ জুন "হুল দিবস" পালন।
- ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যের ১৪টি জেলায় প্রতি বছর ৯ আগস্ট দিনটিতে "বিশ্ব আদিবাসী দিবস" পালন।
- সুন্দরবন, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসে ওঁরাও ও মুন্ডা সম্প্রদায়ের "করম উৎসব" পালন।
- ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১৫ নভেম্বর "ধরতি আবা বিরসা মুন্ডা-র জন্মবার্ষিকী" উদ্‌যাপন। এই বছর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারা রাজ্যজুড়ে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ আয়োজন।
- চা-বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলির সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় "টি অ্যান্ড ট্রাইবাল উৎসব" উদ্‌যাপন।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিবছর "জয় জোহার মেলার" আয়োজন।
- প্রতিবছর উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- "আদিবাসী গুণীজন সংবর্ধনা"-র মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের গুণী মানুষদের প্রতিবছর বিশেষ সম্মান প্রদান।
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের কুরুখ, কুড়মালি, রাজবংশি ও সাঁওতালি ভাষাকে রাজ-ভাষার মর্যাদাপ্রদান।
- ৮টি উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫২৪ কোটি টাকারও বেশি অর্থপ্রদান।

জীবন-জীবিকা প্রগতির প্রকল্প:

- উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ নিয়োগের উদ্যোগ।
- ১ লক্ষেরও বেশি উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে যাতে তাঁরা আরও বেশি টাকার ঋণ নিয়ে নিজেদের ব্যাবসায় উন্নতি করতে পারেন।
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমিহস্তান্তর প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও তার বাস্তবায়ন।
- বন অধিকার আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ৪৮,৯৫৩টি ব্যক্তিগত পাট্টা ও ৮৫১টি কমিউনিটি পাট্টার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য মাইক্রো ক্রেডিট লোনের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায় উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য ভূমি স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা-বিষয়ক প্রকল্প:

- ২০১৪-১৫ সাল থেকে শুরু হওয়া শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২১,৬২,১৮৫ উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক ৮০০ টাকা করে এখনও পর্যন্ত ১৭২.৯৭ কোটি টাকার স্কলারশিপ প্রদান।
- ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১.৫৯ লক্ষ উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীকে মোট ৫৪৭.২২ কোটি টাকার প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রদান।
- ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে উপজাতি সম্প্রদায়ের ৩০,৫৮৬ জন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও ৩৫,১৯৪ জন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ পেয়ে চলেছে, এখনও পর্যন্ত যার মোট মূল্য প্রায় ৭৯.৯৩ কোটি টাকা।
- আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের আওতায় প্রায় ৪৯,৯০০ উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য হস্টেলের সুবিধাপ্রদান এবং তাদের খাওয়া-দাওয়া বাবদ এই দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ৪৮৪.৫২ কোটি টাকা প্রদান।
- ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে "সবুজ সাথী" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭,২৫,০০০ উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীকে (নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বাই-সাইকেল প্রদান।
- সাঁওতালি মাধ্যম স্কুল: গোটা রাজ্যজুড়ে মোট ৩৮৬টি প্রাইমারি স্কুল, ৬২টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও ১টি আবাসিক স্কুল চালু রয়েছে, যেখানে প্রায় ১২,৭০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এ ছাড়াও নতুন শিক্ষাবর্ষে আরও ৬৬টি সাঁওতালি প্রাইমারি স্কুল ও একাধিক আবাসিক স্কুল চালু হতে চলেছে।
- সাঁওতালি মাধ্যম স্কুলগুলির জন্য ৪৬৫ জন নতুন শিক্ষক- শিক্ষিকার পদের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১০২০ জন প্যারাটিচারকে ইতিমধ্যেই নিযুক্ত করা হয়েছে।
- অলচিকি বর্ণমালায় লেখা পাঠ্যপুস্তক ও একটি ত্রিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা-সাঁওতালি) অভিধান প্রকাশিত হয়েছে।
- কালিম্পঙে নতুন স্কুল-সহ মোট ৮টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ইতিমধ্যেই চালু আছে।
- ৭৫০ জন উপজাতি সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের (মাধ্যমিক/ আইসিএসসি/ সিবিএসসি/ মাদ্রাসা বোর্ডের) প্রতিবছর ড. বি. আর. আম্বেদকর মেধা পুরস্কার বাবদ ৫০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আঁতস কাঁচে

অনিমেষকে শুভেচ্ছা

জাতীয় স্কুল গেমসে দুরন্ত পারফরম্যান্সে নজর কাড়লেন বাংলার অনিমেষ রায়। তিরন্দাজির অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে সোনা জিতেছেন ঝাড়গ্রাম অ্যাকাডেমির এই ছাত্র। অনিমেষকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, সাঁতারের মতো ইভেন্টের জন্য আটটি অ্যাকাডেমি গড়ে তুলেছে রাজ্য সরকার। ক্রীড়াবিদদের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী মমতা। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও অভিনন্দন জানিয়েছেন অনিমেষকে।

আসছেন মেসি

ভারতে আসছেন লিওনেল মেসি। ২০১১ সালে যুবভারতীতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে খেলেছিল লিও মেসির আর্জেন্তিনা। ১৪ বছর পর ফের দেশের মাটিতে ফুটবলের রাজপুত্রের জাদু দেখবে ভারত। আগামী বছর একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে বিশ্বজয়ী আর্জেন্তিনা দল। কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আবদুরহিমান বলেন, 'কিংবদন্তি লিওনেল মেসি-সহ আর্জেন্তিনা ফুটবল দল আগামী বছর একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে কেরলে আসছে।'

এ সপ্তাহেই সূচি?

জট কি কেটেছে? এই ধোঁয়াশার মধ্যেই জানা গেল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য চলতি সপ্তাহেই সূচি ঘোষণা করতে চলেছে আইসিসি। ভক্তদের মনে এই টুর্নামেন্ট নিয়ে নানা জল্পনা। তবে এরজন্য আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয় আইসিসি। তাই সূচির দিকেই তাকিয়ে এখন সবাই। ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানে গিয়ে তারা খেলবে না। অন্যদিকে নিজের অবস্থানে অনড় পাকিস্তানও। সেদেশের সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনও ম্যাচ পাকিস্তান থেকে সরানো হবে না। এমনকী হাইব্রিড মডেলও মানবে না।

মুস্তাকে শামি

অস্ট্রেলিয়ায় মহম্মদ শামির যাওয়া নিয়ে যখন জল্পনা, তখন সৈয়দ মুস্তাক আলির বাংলা দলে রাখা হল তাঁকে। ফলে, এখনই যাওয়া হচ্ছে না ভারতীয় স্পিডস্টারের। দীর্ঘ একবছর পর কামব্যাক করে বাংলার হয়ে রঞ্জিতে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখান শামি। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে দুই ইনিংস মিলিয়ে নিয়েছেন ৭উইকেট। এরপরই জল্পনা বাড়ে, অস্ট্রেলিয়ায় পরবর্তী টেস্ট গুলোর জন্য শামিকে ডাকা হতে পারে। তবে টি২০ ক্রিকেটে তার আগেই নেমে পড়বেন তিনি। ২৩ নভেম্বর থেকে রাজকোটে শুরু হচ্ছে সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্ট। সেদিনই বাংলার প্রথম ম্যাচ পঞ্জাবের বিরুদ্ধে।

চে ধারাভাষ্যকার

ব্র্যাডম্যানের দেশে ব্যাট হাতে একসময় দাপিয়েছেন ভারতের 'চে'। এবারও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে দেখা যাবে তাঁকে। তবে নতুন ভূমিকায়। চেতেশ্বর পূজারাকে দেখা যাবে মাইক হাতে। শোনা যাচ্ছে, সম্প্রচারকারী চ্যানেলের হয়ে হিন্দি ধারাভাষ্যকার হিসেবে দেখা যাবে তাঁকে। আগের দুই অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের ঐতিহাসিক সাফল্যে পূজারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। শেষের অস্ট্রেলিয়া সফরেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেছিলেন তিনি। তবে এবার ভারতীয় দল থেকে তিনি অনেকটাই দূরে।

ফাইট টাইসন

বয়স বাড়লে জোশ থাকে ঠিকই কিন্তু জোর কমে। বুঝলেন কিংবদন্তি বক্সার মাইক টাইসন। ৫৮ বছর বয়সে বক্সিং লড়তে নেমেছিলেন, তাঁর থেকে ৩১ বছরের ছোট জেক পলের বিরুদ্ধে। না, এরপরও বুড়ো টাইসনকে নকআউট করতে পারেননি শক্তিশালী জেক। টাইসন লড়লেন আট রাউন্ডই। অবশেষে বিচারকদের সম্মতিতে জয় পেলেন পল।

আইপিএলের নিলামে ১৩-৪২বছর বয়সী মোট ৫৭৪ জন ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার আইপিএল-এর মেগা নিলামে থাকছেন মোট ৫৭৪ জন ক্রিকেটার। নাম লিখিয়েও বাদ পড়লেন হাজার জন। ৫৭৪ জনের মধ্যে ৩৬৬ জন ক্রিকেটার ভারতীয় এবং ২০৮ জন ক্রিকেটার বিদেশি। আইসিসি-র অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশগুলি থেকে তিনজন ক্রিকেটার আছেন। সেখানে যেমন ১৩ বছর বয়সী ক্রিকেটার আছেন, তেমনি আছেন ৪২ বছর বয়সীও। অর্থাৎ নিলাম অনুষ্ঠানে মিলনমেলা বসছে এক ঝাঁক তরুণ-বুড়ো ক্রিকেটারের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা ৪৮ জন ভারতীয় ক্রিকেটার নিলামে থাকছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা ১৯৩ জন বিদেশি ক্রিকেটার আইপিএল নিলামে থাকছেন। জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ না পাওয়া ৩১৮ জন ভারতীয় ক্রিকেটার নিলামে থাকছেন। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার সুযোগ না পাওয়া ১২ জন বিদেশি ক্রিকেটারও আইপিএল নিলামে থাকছেন। ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি এই ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে ২০৪ জনকে বেছে নেবে। বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইপিএল নিলামে দুই সেটে থাকবেন মার্কি ক্রিকেটাররা। প্রথম সেটে থাকছেন জস বাটলার, শ্রেয়াস আইয়ার, ঋষভ পন্থ, কাগিসো রাবাডা, আর্শদীপ সিং ও মিচেল স্টার্ক। দ্বিতীয় সেটে থাকছেন যুজবেন্দ্র চাহাল, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মিলার, কে এল রাহুল, মহম্মদ শামি ও মহম্মদ সিরাজ। বেশিরভাগ মার্কি ক্রিকেটারেরই বেস প্রাইস ২ কোটি টাকা। কয়েকজনের বেস প্রাইস দেড় কোটি টাকা। আইপিএল নিলামে অলরাউন্ডারদের সেটে থাকছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, হর্ষল প্যাটেল, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোইনিসরা। ব্যাটারদের সেটে থাকছেন হ্যারি ব্রুক, ডেভন কনওয়ে, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, রাহুল ত্রিপাঠি, এইডেন মার্করাম, ডেভিড ওয়ার্নাররা।

আইপিএলের নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই বেশ কিছু মজার ঘটনা নজরে এসেছে। তার একটি- ১০ বছর টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে না খেলা অবসরপ্রাপ্ত ইংল্যান্ড পেসার জেমস অ্যান্ডারসন নাম দিয়েছেন নিলামে। এমনকী এই প্রথমবার আইপিএলের ড্রাফটে নাম লেখালেন তিনি। নিলামে নাম জমা দেওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি বয়সী। তিনি ছাড়াও ৪০-এর বেশি বয়সী ক্রিকেটার আছেন তিনজন। তারা হচ্ছেন- দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি, ইংল্যান্ডের জেমি ওভারটন ও আফগানিস্তানের অলরাউন্ডার মহম্মদ নবি।এদিকে, আইপিএলে গত ১৬ বছরের নিলাম সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটারও নাম জমা দিয়েছে এবার। দল পাওয়ার আগেই ইতিমধ্যে ইতিহাসগড়া সেই কিশোর বৈভব সূর্যবংশী। বয়স মাত্র ১৩ হলেও বৈভবের নামটা তাই ভারতীয় ক্রিকেটে বেশ আলোচিত। ১৩ বছর ১৮৮ দিনে পেশাদার ক্রিকেটে সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন এই ভারতীয় কিশোর। অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন। আর বয়সটা যেদিন ১৩ বছর ২৩৪ সেদিনই বৈভব পেলেন আরেক সুখবর। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নিলাম পরিচালনা করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন মল্লিকা সাগর। তিনিই এবার আইপিএল নিলাম পরিচালনা করবেন। ২৪ ও ২৫ নভেম্বর ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর একটায় সৌদি আরবের জেড্ডায় শুরু হবে আইপিএল নিলাম।

সন্তোষের লড়াইয়ে দুরন্ত বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন্তোষ ট্রফির বাছাই পর্বে দুরন্ত ছন্দে বাংলা। ঝাড়খণ্ডের পর উত্তর প্রদেশকে সাত গোলে উড়িয়ে দিল সঞ্জয় সেন ব্রিগেড। কল্যাণী স্টেডিয়ামে বাংলার একপেশে জয়ের অন্যতম কারিগর রবি হাঁসদা এবং মনোতোষ মাঝি। দু'জনেই হ্যাটট্রিকের স্বাদ পেয়েছেন। এই জয়ের সুবাদে দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে মূল পর্বের দিকে এক কদম এগিয়ে রইলেন চাকু মাণ্ডিরা। পক্ষান্তরে পরপর দু'টি ম্যাচ হেরে বিদায় নিশ্চিত উত্তর প্রদেশের।

ইসরাফিল দিওয়ান সুস্থ থাকায় এদিন পূর্ণশক্তির দল মাঠে নামিয়েছিলেন বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। ম্যাচের অষ্টম মিনিটেই রবির লক্ষ্যভেদে কাঙ্ক্ষিত লিড নেয় বাংলা। এরপর মনোতোষ-ম্যাজিক। ১১, ১৭ ও ৩৭ মিনিটে বিপক্ষের জাল কাঁপিয়ে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন তিনি। অবশ্য এর মধ্যে (৩৩ মিনিট) গোল পান রবি হাঁসদা। বিরতির পর গোল পার্থক্য বাড়িয়ে রাখার লক্ষ্যে চাপ বজায় রাখে বাংলা। এই পর্বে প্রথমে ৪৮ ও পরে ৮৩ মিনিটে উত্তর প্রদেশের কফিনে পেরেক পোঁতেন রবি। খেলার শেষে কোচ সঞ্জয় সেনের মন্তব্য, 'বড় জয় আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। তবে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই।' আগামী মাসে হায়দরাবাদে মূলপর্বের খেলা রয়েছে।

প্রশিক্ষণের মাঝেই মর্মান্তিক মৃত্যু গোলরক্ষক কোচ প্রশান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এর আগে একাধিকবার আকস্মিক প্রয়াণের খবরে স্তম্ভিত হয়েছে কলকাতা ময়দান। অঙ্কিত কেশরীর ঘটনা আজও ভোলেনি শহরের ক্রীড়াপ্রেমীরা। ঘটে গেল তেমনই এক দুর্ঘটনা। প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাঝেই হৃদরোগে প্রাণ হারালেন গোলরক্ষক কোচ। ঘটনাটি ঘটেছে বিধাননগর পুরনিগমের মাঠে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের কোচিং ক্যাম্পে। ৪১ বছর বয়সি মৃত গোলরক্ষক কোচের নাম প্রশান্ত দে। চলতি বছরেই নতুন ক্লাবে গোলরক্ষক কোচ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। অনুশীলনের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গড়িয়ার বাসিন্দা প্রয়াত প্রশান্ত মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেও সতীর্থদের সঙ্গে হালকা মেজাজে কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে। পরামর্শ দেওয়ার মাঝেই সকলকে হতভম্ব করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে ওই অবস্থায় লুটিয়ে পড়তে দেখে ওই ক্যাম্পেরই আরেক কোচ মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ না-হওয়ায় ক্যাম্পের এক ফুটবল শিক্ষার্থীর গাড়িতে প্রশান্তকে স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকের চেষ্টায় অল্প সাড়া দিলেও গোলরক্ষক কোচ বিপন্মুক্ত হননি। ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টার পর চিকিৎসকরা প্রশান্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বেহালা ইউথের প্রাক্তন গোলরক্ষক বছর কয়েক আগে দুর্ঘটনায় চোয়ালে বড়সড় আঘাত পান। তারপর কোচিংয়ে মনোনিবেশ করছিলেন প্রশান্ত। গোলরক্ষকদের কোচিং কোর্সও করেছিলেন। চলতি বছর নতুন ক্লাবের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে ধীরে ধীরে ফিরছিলেন মূলস্রোতে। কিন্তু যাবতীয় সম্ভাবনা আচমকাই শেষ হয়ে গেল। গড়িয়ায় বাবাকে নিয়ে তিনি থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। প্রশান্তর আকস্মিক প্রয়াণে হতবাক প্রাক্তন গোলরক্ষক অভ্র মণ্ডল। তিনি বলেন, 'ওর এভাবে মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। কয়েকদিন আগেও কথা হল। প্রাণোচ্ছল ছেলে ছিল। নতুনদের দারুণ প্রশিক্ষণ দিত। কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। সত্যিই ভাবতে পারছি না।' ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত অর্চিষ্মান বিশ্বাস বলেন, 'পুরো ঘটনাটি এতটাই আচমকা ঘটেছে যে কিছু করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। সত্যিই খারাপ লাগছে।'

ঝুলনকে অভিনব সম্মান, ইডেনে চাকদহ এক্সপ্রেসের নামে স্ট্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীকে অভিনব সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল 'ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল'। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়কের নামে ইডেনে একটি স্ট্যান্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সিএবি ক্লাব হাউজের ডানদিকের স্ট্যান্ডটি বি ব্লক। তিন এবং চার নম্বর প্রবেশ দ্বার দিয়ে এই স্ট্যান্ডে প্রবেশ করা যায়। আগামী ২২ জানুয়ারি ইডেনে আর্ন্তজাতিক ম্যাচের দিন এই স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক নামপ্রকাশ করবে সিএবি। ঝুলন ছাড়া সেনাবাহিনীর এক পদাধিকারীর ইডেনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, পঙ্কজ রায়ের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারের নামে স্ট্যান্ড রয়েছে। স্ট্যান্ড রয়েছে জগমোহন ডালমিয়া এবং বিশ্বনাথ দত্তর মতো ক্রিকেট প্রশাসকের নামেও। কিন্তু বাংলার কোনও মহিলা ক্রিকেটারের নামে কোনও স্ট্যান্ড ছিল না। কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামীর নামাঙ্কিত স্ট্যান্ড করে তা পূরণ করছে সিএবি। নামেও

একটি স্ট্যান্ডের নামকরণ হচ্ছে। গত একবছরের বেশি সময় ধরে ইডেনের লিজ নবীকরণ হয়নি। যা নিয়ে সিএবি'র অন্দরে অস্বস্তি রয়েছে। ময়দানের পুরোটাই সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বা মালিকানাধীন। ফলে লিজ নবীকরণ জরুরি শুধু নয়, অত্যাবশ্যকীয়। সেই কাজটাই কোনও এক অদৃশ্য জটে আটকে। শেষ অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকে সিনিয়র দলের নির্বাচক কমিটির বৈঠকে নিয়ে আসা হয়েছে মূলত ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে পরিচিত প্রাক্তন ক্রিকেটার রণদীপ মৈত্রকে। দল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তিনি ক্রিকেটারদের ফিটনেস প্রয়োজনে পরীক্ষা করবেন। বাংলার হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলা রণদীপকে নির্বাচক কমিটিতে নিয়ে আসার ভাবনা সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের। কোনও ক্রিকেটার ফিটনেস সমস্যায় পড়লে তাঁর দিশা বুঝতেই রণদীপকে দ্বৈত দায়িত্বে।

কলকাতায় ডাবল ডিলাইট কার্লসেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঁচবছর পর কলকাতায় খেলতে এসে পাঁচবছর আগের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন কার্লসেন। টাটা স্টিল চেজ ইন্ডিয়ার ব্লিৎজ বিভাগেও খেতাব জিতে নিলেন নরওয়ে কিংবদন্তি। ব্লিৎজে খেতাব জয়ের পথে ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করলেন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। আধ পয়েন্টে এগিয়ে থাকা পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে ছাপিয়ে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ অন্যান্যরা। এদিকে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীতে এসে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসির প্রশংসা বিশ্বনাথন আনন্দের গলায়। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এদিন বলেন, 'কার্লসেন ব্লিৎজে খুবই ভাল। এটা তাঁর নিজের বিভাগ। তবে এখানেই আমি অর্জুনকে কৃতিত্ব দেব। তবে সেটা শুধু কার্লসেনকে হারানোর জন্য নয়। আমার মনে হয় ওর শেষের দিকটা খুবই হতাশাজনক। এই আসরে প্রজ্ঞানন্দর চেয়ে প্রথম হওয়ার লড়াইতে বেশি ছিল অর্জুন।'

শচীনের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হল শিশুর মুখের হাসি। খেলাধুলোর আনন্দেই ভরে উঠুক দিন। 'ক্রিকেট ঈশ্বর' শচীন তেন্ডুলকর শিশুদিবসে তেমনই আর্জি জানালেন। শচীনের চাওয়া একটাই শিশুরা যেন খেলতে পারে। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'খেলার আনন্দ পাওয়া শিশুদের অধিকার। তবু কখনো কখনো পরিস্থিতি তাদের আটকে রাখে।'

এরপর শচীন তেন্ডুলকর ফাউন্ডেশনের কথা উল্লেখ করে জানান, 'আমরা খেলাধুলো, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করে থাকি'।

দেশের প্রথম মহিলা কোচ হিসাবে নজির প্রিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবল কোচ হিসাবে এএফসি প্রো লাইসেন্স পেলেন প্রিয়া পারাথি ভালাপ্পিল। যিনি ভারতীয় ফুটবলে পরিচিত প্রিয়া পিভি নামেই। ২০২৩ সালের আগস্টে এএফসি'র ডিপ্লোমা কোর্স শুরু করেন তিনি। ভারতের চার শহরে এই কোর্সের প্রথম চারটি মডিউল হয়। আর পঞ্চম মডিউলটি হয় সৌদি আরবের রিয়াধে। সেই কোর্সে সাফল্য পাওয়ার সুবাদেই দেশের প্রথম প্রো লাইসেন্স মহিলা কোচ হলেন কান্নুরের প্রিয়া। দীর্ঘদিন ধরেই দেশের মহিলা ফুটবলে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন প্রিয়া। এর আগে তাঁর অধীনেই জাতীয় মহিলা লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় গোকুলাম কেরালা, দেশের প্রথম ক্লাব হিসাবে খেলে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। প্রো লাইসেন্সের লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় পর প্রিয়া বলছিলেন, 'আমি ফুটবলার থাকার সময় থেকেই একটার পর একটা ডিপ্লোমা সম্পূর্ণ করেছি। 'এ' লাইসেন্স করেছি ২০১৪ সালে। সেখান থেকে প্রো লাইসেন্স করতে এক দশক সময় লেগে গেল। একটা লক্ষ্যপূরণ হল। ভালো লাগছে। পাশাপাশি দেশের প্রথম মহিলা কোচ হিসাবে প্রো লাইসেন্স পেলাম, সেটা বাড়তি পাওনা। আপাতত কোচিংয়ে সময় দিয়ে অভিজ্ঞতা বাড়াতে চাই।'প্রো লাইসেন্সের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য

এবার কোনও ক্লাবের দায়িত্ব নেননি তিনি। পরের মরশুম প্রিয়ার ফের ক্লাব কোচিংয়ে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে। কোচিং জীবনের শুরুর দিকে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রিয়া। সেই সময় ছেলেদের দলকেও কোচিং করিয়েছেন। তবে আপাতত মহিলা ফুটবলেই মন দিতে চাইছেন তিনি। জাতীয় দলের সহকারী কোচের কথায়, 'কোচিংয়ে ছেলে বা মেয়ে বলে আলাদা কিছু হয় না। তবে আমি এখন শুধু মহিলা ফুটবলারদের তৈরি করার উপরেই জোর দিতে চাইছি। কারণ, আমাদের দেশে ছেলেদের জন্য অনেক ভালো কোচ আছেন। সেখানে মহিলা ফুটবলে এই বিষয়ে অভাব রয়েছে। তাই আমার ফোকাস এখন সেদিকেই।' প্রিয়ার পাশাপাশি এবার আরও ১১ ভারতীয় কোচ এই ডিপ্লোমা সম্পূর্ণ করেছেন। সেই তালিকায় বাংলার ইয়ান ল-এর সঙ্গে গৌরমাঙ্গি সিং, আরাতা আজুমি, রামন বিজয়ন, স্টিভেন ডায়াসের মতো প্রাক্তন ফুটবলারও আছেন।

জেলায় জেলায় টক্কর

সুস্থ পরিবেশ গড়ার বার্তা দিতে সাইকেলে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের সুভাষগ্রামের বাসিন্দা রামপ্রসাদ নস্কর পেশায় একজন অস্থায়ী শিক্ষক। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আগামী ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর রামপ্রসাদ। তাই পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে সাইকেলে চেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ১৫ অক্টোবর। সাইকেলের সামনে 'সবুজের অভিযান' পোষ্টার সাঁটিয়ে দিয়েছিলেন। পরিবেশ দুষণ রুখতে সাইকেলে ভ্রমণ করে বিভিন্ন জায়গায় চারাগাছও রোপণ করেন তিনি। সেইসঙ্গে সৌরশক্তি চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা দেন। বিগত ৩৪ দিনে আসামের ৩৫ টি জেলায় সচেতনতার বার্তা দিয়ে সুভাষগ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন।

উল্লেখ্য পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে গত ২০১০ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর সাইকেলের চাকা গড়িয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল সহ একাধিক জায়গায় পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। সাইকেলে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, গুজরাট

থেকে ত্রিপুরা সমস্ত রাজ্যে গিয়ে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

রামপ্রসাদ জানিয়েছেন, ১৯৯৫ সালের পর থেকে কোনও ইঞ্জিনচালিত গাড়িতে তিনি চাপেননি। সাইকেলেই ভ্রমণ করেছেন গ্রাম থেকে শহর। গ্রীষ্মকাল আর পুজোর ছুটিতে প্রতিবছর তিনি সাইকেলে চেপে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেন প্রতিটি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। আগামী দিনে পেট্রোল, ডিজেল এবং তাপবিদ্যুতের সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবে, তখন একমাত্র বিকল্প থাকবে সৌরশক্তি। ফলে সৌরশক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও সচেতন করেন। সঙ্গে বন্যপ্রাণ রক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে থাকেন।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com